প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৮ ♦ ১৮ - ২৪ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার

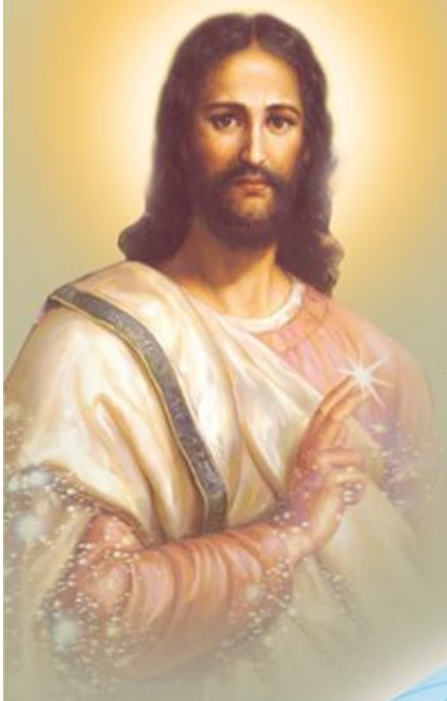

প্রেরণ রবিবার পালনের
উপাসনা সহায়তা বিষয়ে কিছু কথা

কাকে পাঠাবো আমি?

এই তো আমি, আমাকে পাঠান

অজানা ভাষা-কৃষ্টি

সন্ত্রাস

বায়ু দূষণ

নৈতিক অবক্ষয়

উন্নত জীবন আকাঙ্ক্ষী

প্রযুক্তির দৌরাত্ম্য

অভিবাসী

মিশন দেশের মিশনারী

বাণীপ্রচারের অপ্রতিরোধ্য জনসংযোগ

একাদশ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত হিরা ম্যানুয়্যাল ডি'কস্তা
জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ অক্টোবর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
মাউছাইদ, মাউছাইদ ধর্মপল্লী

"ধরণীর মাঝে নেই তুমি আজ,
আছ হৃদয় মাঝে;
এ হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নেয় তোমায় -
সাধ্য কার আছে?"

বাবা, দেখতে-দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চির বিদায়ের একাদশ বছর। কে বলে তুমি নেই? আমরা সর্বদা তোমার উপস্থিতি আমাদের মাঝে অনুভব করি। জানি, তুমি আমাদের মাঝে সশরীরে উপস্থিত নেই। আর যখনই এ কথা মনে হয়, তখন তোমার এই অনুপস্থিতি আমাদের মনকে অনেক কষ্ট দেয়। জীবিতকালে তুমি সবার উপকার করেছ। তুমি ছিলে বিনয়ী, নম্র, দয়ালু এবং খ্রিস্টে বিশ্বাসী এক ধর্মপ্রাণ মানুষ। আমরা তোমার সততা, ধার্মিকতা ও সরলতার সাথে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করব। তুমি আজও বেঁচে আছ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাসে অন্তরের মণিকোঠায়। যেখানেই থাক সর্বদা রয়েছ তুমি আমাদের প্রার্থনায়। আমরা বিশ্বাস করি, পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গে স্থান দিয়েছেন। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমার আদর্শে চলতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষ থেকে
স্ত্রী : সুলেখা ডি'কস্তা
ছেলে ও ছেলের বউ : চন্দন-স্বপ্না
মেয়ে ও মেয়ের জামাই : চন্দ্রা- প্রয়াত অরুন, চন্দনা-ডমিনিক রঞ্জন, চিত্রা-শিবলী, চম্পা-বরুন, চামেলী-কেনেট
নাতি-নাতনী ও নাতনী জামাই : এ্যানি-সংগীত, এ্যানেট-সুমি, এ্যামি, হিমালয়-অনন্যা, হেনরী, মোহনা, অদ্রি, অংকিতা, দিবা-ট্রাইভার, দৃশ্য, নভেরা, নক্ষত্র ও বৃত্য
পুতি-পুতিন : জেইন ও অভ্রনীল, যোহান ও ইথান

বিজ্ঞ/১৭৯/২০২০

বড়দিন সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান

এবারের সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র 'বড়দিন সংখ্যা ২০২০' নতুন আঙ্গিকে ও নতুনভাবে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। বড়দিন সংখ্যা ২০২০-এর জন্যে আপনার সুচিন্তিত লেখা, মতামত, প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা প্রভৃতি পাঠিয়ে দিন, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
ই-মেইলে পাঠাবেন : wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৩৮
■■■■■ ১৮ - ২৪ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ৩ - ৩ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

আমরা সবাই প্রেরণকর্মী

খ্রিস্টমণ্ডলী প্রকৃতিগতভাবেই প্রেরণধর্মী। আর আমরা সবাই এই প্রেরণকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারি। সকল বিশ্বাসীভক্তকে এই প্রেরণকর্মে অংশীদার করার জন্য মাণ্ডলীকভাবে প্রতিবছর প্রেরণ বরিবার পালন করা হয়। এ বছর অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখে পালিত হবে বিশ্ব প্রেরণ রবিবার। বিশ্ব প্রেরণ রবিবারের মূল তাৎপর্য হল আমরা সবাই প্রেরিত। অর্থাৎ যিশু আমাদের সবাইকে প্রেরণকর্মী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। প্রতি বছর বিশ্ব প্রেরণ রবিবার উদ্‌যাপন করা হয় যেন সবার অন্তরে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা জাগ্রত হয়। আর এই উদ্দীপনা যেন মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করে।

মঙ্গল কাজ ও মঙ্গলবাণী প্রচার-প্রসারের কাজ শুধুমাত্র মুষ্ঠিমেয় ব্যক্তিবর্গের জন্য নয়। তা সবার জন্য উন্মুক্ত। খ্রিস্টে দীক্ষিত সকল ব্যক্তি কোনভাবেই প্রেরণকাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। দীক্ষার গুণে বিনামূল্যে বিশ্বাসের যে দান লাভ করা হয়েছে তা সবার সাথে সহভাগিতা করা কতই না মঙ্গলময়। মণ্ডলীর ভক্ত হিসেবে আমরা সকলে দীক্ষিত আর তাই সকলেই প্রেরিত। আমরা প্রেরিত খ্রিস্ট মণ্ডলীর মধ্যদিয়ে সমগ্র মানবজাতির কাছে খ্রিস্টের ভালবাসার বাণী ও মঙ্গলময় কাজের কথা তুলে ধরতে। বিশেষভাবে, যারা খ্রিস্টের ভালবাসার বাণী ও সেবার ছোঁয়া এখনো পাননি তাদের কাছে তা পৌঁছে দিতে। একসময় বিদেশ থেকে প্রেরণকর্মী বা মিশনারীরা এসে আমাদেরকে যিশু ও মণ্ডলীর ভালবাসার বার্তা দিয়েছেন। সময়ের পূর্ণতায় ভালবাসা প্রত্যাশী ও সত্য আলো সন্ধানী মানুষকে দীক্ষিত করেছেন যিশুতে। এখন সেই দীক্ষিত ব্যক্তিরাই দেশে এবং বিদেশে যিশুর ভালবাসার বাণী বিতরণ করার মধ্যদিয়ে প্রেরণকাজ অব্যাহত রেখে মণ্ডলীকে গতিশীল ও জীবন্ত রাখবে।

প্রেরণকর্মের ধরণ, ক্ষেত্র, কর্ম-কৌশল ও প্রচার-প্রকাশে বিভিন্নতা এসেছে। কিন্তু প্রেরণকর্মের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার কোন পরিবর্তন হয়নি। কেননা আমাদের সবার প্রেরণ দায়িত্ব স্বয়ং পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে, যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাই। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকজনকে প্রেরণ দায়িত্ব দিয়েছেন যেন সকল ভয় ও অর্ন্তদর্শন থেকে মুক্ত করে তা আমাদেরকে এক নবায়িত উপলব্ধি ও চেতনার দিকে চালিত করে। আমার অন্তরে চেতনা আসুক যে, প্রেরণকর্মে অংশগ্রহণ করা আমার একটি দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধ থেকেই পোপ, বিশপ, ফাদার, উৎসর্গীকৃত নর-নারী, কাটেখিস্টগণসহ প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্ত সরাসরি প্রেরণকাজে অংশ নিতে পারেন এবং তা নেওয়া নৈতিক দায়িত্ব। পরিবার থেকে শুরু করে সারা বিশ্বই আমাদের প্রেরণক্ষেত্র। এই বিস্তৃত প্রেরণক্ষেত্রে কাজের ধরণ এবং প্রক্রিয়াও বিচিত্রময়। তাই নির্দিষ্ট ও বাছাইকৃত ব্যক্তিরা প্রেরণকাজে অগ্রভাগে থাকলেও সকলের সমন্বিত প্রয়াসেই মণ্ডলীর প্রেরণকাজে গতিশীলতা আসবে। কোভিড-১৯ মহামারীকাল আমাদেরকে যিশুর ভালবাসা, দরদ ও সাহস প্রকাশ করে প্রেরণকাজ চালানোর একটি সুন্দর সুযোগ দিয়েছে। অনেক খ্রিস্টভক্তগণ বিশেষ করে যুবকেরা এই সঙ্কটময় মুহূর্তে জীবনের মায়া তুচ্ছ রোগি, অভাবী ও বিপদগ্রস্তদের পাশে থেকে যিশুর ভালবাসাকে জীবন্ত করে প্রকৃত প্রেরণকর্মী হয়ে ওঠেছেন। বর্তমানে জগত যখন বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতি-জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে রেষারেষি, মাদক ও প্রযুক্তির দৌরাত্ম্য, অভিবাসীদের নিপীড়ন, নৈতিক অবক্ষয়, বিভিন্ন দুষণ ও সন্ত্রাসের মত কঠিন বাস্তবতাগুলো অভিজ্ঞতা করছে, তখন এই অবস্থায় আমরা প্রেরণকর্মী হয়ে ওঠতে পারি; নৈতিকতার দৃঢ়তা দেখিয়ে ও সাহায্য-সহযোগিতার আদর্শ তুলে ধরে। বর্তমান সময়ে যিশুর মঙ্গলবাণীকে যথার্থভাবে মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উপস্থিত করেও আমরা আমাদের প্রেরণের দায়ভার কিছুটা কমাতে পারি। আমাদের যুবসমাজ যারা বর্তমান মিডিয়া প্রযুক্তিতে দারুনভাবে দক্ষ তারা তাদের দক্ষতা প্রয়োগ করে সক্ষম অনলাইন বাণীপ্রচারক হয়ে ওঠবে সে প্রত্যাশা করি। মঙ্গলবাণীর বাস্তবায়নের এই কঠিন কাজে মা মারীয়া আমাদের সকলকে উদ্যম দান করুন। বিশ্ব প্রেরণ রবিবারে সকল প্রেরণকর্মী, মিশনারী এবং মঙ্গলবাণী বাস্তবায়নে নিবেদিত সকলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা নিবেদন করছি। ✝

"যিশু তাকে বললেন, তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে নিজের মত ভালবাসবে।" মথি ২২: ৩৭

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

"পোস্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা অধ্যায়নরত"

তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?
তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

যদি তুমি হ্যাঁ বল...... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।

- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

বাংলাদেশ অবলেট সম্প্রদায়ের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছরও পোস্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা পড়াশুনা করছে, তাদের জন্য "এসো, দেখে যাও"এর প্রোগ্রাম আয়োজন করতে যাচ্ছে, যে সকল যুবক ভাইয়েরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, দয়া করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রার্থীকে আসার সময় অবশ্যই স্থানীয় পাল-পুরোহিতের চিঠি নিয়ে আসতে হবে।

সময়: ২৬ অক্টোবর হতে ৩০ অক্টোবর ২০২০
আগমন: ২৬ অক্টোবর সোমবার, সন্ধ্যা ৫টার মধ্যে
স্থান: অবলেট জুনিওরেট, ২৪/৫, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ

আহ্বান পরিচালক ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই মো: ০১৮৪৮-১৫৬৬৭০ ০১৭৪২২৪৯২৪২	ফাদার জনি ফিনি ওএমআই পরিচালক (অবলেট সেমিনারী) মো: ০১৭৪১-৮১৬৪৩২ ফাদার সুবাস কস্তা ওএমআই মো: ০১৭১৫০৩৮৮০৬	ফাদার সুবাস গমেজ ওএমআই সুপিরিওর, ডি' মাজেনড স্কলাসটিকেট মো: ০১৭১৩৫৮৬৪১৪ ফাদার সাগর রোজারিও ওএমআই মো: ০১৭৮৮৮৮৮৯০৯

বিপ/১৮১/২০

আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রেজিঃ নং : ৩৭৫/১৯৮২
তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ০৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৬ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে অত্র সমিতির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সদস্য/সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জন পিরিজ
সেক্রেটারী

গডফ্রে আন্তনী গমেজ
চেয়ারম্যান

বিপ/১৭৬/২০

আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

২২তম মৃত্যুবার্ষিকী

"তারা আর মরতে পারে না, কারণ তারা স্বর্গদূতদের মতো, মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছে বলে তারা ঈশ্বরের সন্তান। (লুক ২০:৩৬)"

বাসন্তী মারীয়া গমেজ
জন্ম: ৩০ নভেম্বর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: দড়িপাড়া, পোঃঅঃ তুমিলিয়া
উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর

মাসী,
দেখতে-দেখতে ২১টি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পিতার স্নেহালয়ে পরম দেশে চলে গেছ। তোমার শূন্যতা ও অভাব আমরা আজও অনুভব করি। জীবনে আমরা অনেক কিছুই অর্জন করেছি কিন্তু তুমি আজ আর আমাদের সাথে নেই। বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি তুমি পরম পিতার কাছে আছ এবং তুমি সবকিছুই দেখছ। তোমার স্নেহ, ভালবাসা ও আদর যা আমাদের পাথেয়। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন তোমাকে ধারণ করে এবং তোমার আদর্শকে লালন করে চলতে পারি এবং জীবন শেষে আমরা যেন তোমার সাথে পরম করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায়

তোমারই সন্তানেরা,
অমৃতা রোজারিও এবং শিল্পী রোজারিও
আশীষ রোজারিও এবং লাভলী রোজারিও
বাবু ফ্রান্সিস ও রিয়া রোজারিও
নাতনীরা: আরিয়ানা এবং অ্যাবিগেল রোজারিও
ফার্মগেট, ঢাকা

বিপ/১৭৪/২০

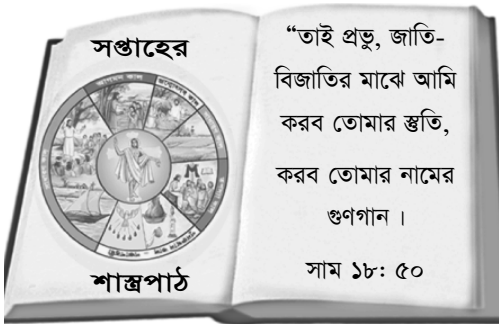

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৮ অক্টোবর-২৪ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৮ অক্টোবর রবিবার
(বিশ্ব প্রেরণ রবিবার)
ইসাইয়া ৪৫: ১, ৪-৬, সাম ৯৬: ১, ৩-৫, ৭-১০, ১ থেসা ১: ১-৫, মথি ২২; ১৫-২১

১৯ অক্টোবর সোমবার
সাধু জন দ্য ব্রেবাফ ও আইজ্যাক জোগ্‌স, যাজক ও সঙ্গীগণ, সাক্ষ্যমর, অথবা সাদা ক্রুশভক্ত সাধু পল, যাজক, স্মরণ দিবস
এফেসীয় ২: ১-১০, সাম ১০০: ১-৫, লুক ১২: ১৩-২১

২০ অক্টোবর মঙ্গলবার
এফেসীয় ২: ১২-২২, সাম ৮৫: ৮-১৩, লুক ১২: ৩৫-৩৮

২১ অক্টোবর বুধবার
এফেসীয় ৩: ২-১২, সাম (ইসাইয়া) ১২: ২-৬, লুক ১২: ৩৯-৪৮

২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার
সাধু ২য় জন পল, পোপ, স্মরণ দিবস
এফেসীয় ৩: ১৪-২১, সাম ৩৩: ১-২, ৪-৫, ১১-১২, ১৮-১৯, লুক ১২: ৪৯-৫৩

২৩ অক্টোবর শুক্রবার
কাপেস্ত্রানোর সাধু যোহন, যাজক, স্মরণ দিবস
এফেসীয় ৪: ১-৬, সাম ২৪: ১-৬, লুক ১২: ৫৪-৫৯

২৪ অক্টোবর শনিবার
সাধু আন্তনি মেরী ক্লারেত, বিশপ
এফেসীয় ৪: ৭-১৬, সাম ১২২: ১-৫, লুক ১৩: ১-৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৮ অক্টোবর রবিবার
+ ১৯৯৯ ফাদার ফ্রান্সিস্কো তমাসেল্লি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৭ ফাদার সানড্রো জিয়াকোমেল্লি পিমে (দিনাজপুর)

১৯ অক্টোবর সোমবার
+ ১৯৬২ ব্রাদার বেনেডিক্ট ডেঞ্চ সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২০ অক্টোবর মঙ্গলবার
+ ১৯৯৪ ফাদার ফ্রান্সিস ম্যাকফার্লান্ড, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ সিস্টার এম রোজলিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার মারিনো রিগন এসএক্স (খুলনা)

২১ অক্টোবর বুধবার
+ ১৯৪৫ সিস্টার এম জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৫ সিস্টার এম অলগা হিউস সিএসসি
+ ১৯৮৯ সিস্টার করণ্ড মারী এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফাদার ফ্রান্সিস্কো ভিল্লা এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৯৯ ফাদার যোসেফ সুকালে এসজে
+ ২০০৪ ফাদার পিটার রোজারিও (ঢাকা)

২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার
+ ১৯২৫ বিশপ ফ্রান্সিস্কো পজ্জি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮০ সিস্টার এম ল্যাঙ্গুইডা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফাদার জোভান্নি ভানজেত্তি পিমে (দিনাজপুর)

২৩ অক্টোবর শুক্রবার
+ ১৯৬৫ সিস্টার এম আলাকক্ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৪ অক্টোবর শনিবার
+ ১৮৯৮ সিস্টার মেরিয়ান্না গুকিন সিএসসি
+ ১৯৩৪ ফাদার যোসেফ আর্মানোস্কো পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮০ মাদার জেন মরিন সিএসসি

নারীর সম্মান বৃদ্ধি হোক

'হে নারী তুমি শুধু একজন নারী নও, তুমি আমার মা, বোন, কন্যা ও জীবন সাথী স্ত্রী'। পুরুষের জন্মও কিন্তু মায়ের পবিত্র গর্ভে। যে মায়ের গর্ভে দশ মাস দশ দিন থেকে মায়ের শত কষ্টে পুরুষ সুন্দর পৃথিবীর আলোর মুখ দেখে, সেই মা-ই আজ প্রতিনিয়ত পুরুষ দ্বারাই লোমহর্ষক ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার। শিশু, কিশোরী, যুবতি, মা-বোনের পবিত্র ইজ্জত যে নষ্ট করে সে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতিকে নষ্ট করে। কেননা মা ধরিত্রী বিশ্বমাতা। মা-বোনদের ধর্ষণকারীরা পশুর চেয়েও অধম। ওরা দেশ ও জাতির কলঙ্ক। সাম্প্রতিককালে খবরের কাগজে ও টিভি চ্যানেলে চোখ রাখলেই শুধু ধর্ষণের খবর। ধর্ষণ আজ ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত। করোনাভাইরাসের মতোই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ধর্ষণের ভয়াবহতা, সমাজের স্তরে-স্তরে। নারীর প্রতি লোভ-লালসা কুৎসিতভাবে চরিতার্থ করতে ঘটছে একের পর এক ধর্ষণ ও গণধর্ষণ। ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, সমাজের প্রান্তিক দুর্বল, অসহায়, এতিম, প্রতিবন্ধী, উপজাতি, দিনমজুর, শ্রমিক শ্রেণির শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবতি, মধ্যবয়সী মা, ৭০ বছর বয়সের বৃদ্ধা মা, এমনকি পিতা কর্তৃক ধর্ষিতা হচ্ছে আপন কন্যা, যা সত্যিই অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও লজ্জাজনক।

ধর্ষণ এক ধরনের পশুতুল্য বিকৃত মানসিকতায় কুৎসিত যৌন লিপ্সা। একজন নারী একজন 'মা'। নারী-মা, নারী-মেয়ে, নারী-বোন, নারী-আমার স্ত্রী। নারী কিন্তু কোন ভোগ্যপণ্য নয়, সস্তা বাজারে বিক্রিত মাল নয়। পথে-ঘাটের কোন ফেলনা-খেলনা নয় যে, যখন যেভাবে ইচ্ছে সেইভাবে নিজ কুরুচিপূর্ণ ধর্ষণ শেষে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিবে অথবা নির্মমভাবে হত্যা করবে। আর কত মা-বোন ধর্ষিতা হলে ধর্ষণ বন্ধ হবে? এখনই সময় ধর্ষণের বিরুদ্ধে সর্বস্তরে তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। তা না হলে, কারো মা-বোন হয়তো রক্ষা পাবে না পশুদের পশুত্বের ছোবল হতে। আমাদের পরিবার হতে প্রথমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়তে হবে। পরিবারের সবাইকে ধর্ষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা প্রদান ভীষণ প্রয়োজন। পরিবারের মা-বোন, স্ত্রী, কন্যা সবাই মেয়ে। তাই তাদের পরিবারে যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। সামাজিকভাবে জঘন্য ধর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এখন সময়ের দাবী। সমাজের সবাইকে নিয়ে বসে বুঝাতে হবে ধর্ষণ এক ধরনের পৈশাচিক ও পশুত্বের লক্ষণ, জঘন্য অপরাধ ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে মহাপাপ। সামাজিকভাবে, ধর্ষক ও তার পরিবারকে সমাজচ্যুত করা ও তাদের কোনভাবেই আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সামাজিক সচেতনতা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধই ধর্ষণ কমাতে পারে।

ধর্ষণ বন্ধ করতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আরও শক্ত হাতে পালন প্রয়োজন। কোনভাবেই ধর্ষককে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া যাবে না। দ্রুত গ্রেফতার ও দ্রুত বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক সাজা নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন অতীব জরুরী। ভুক্তভোগীকে নিরাপত্তা দিতেই হবে। নারী-'মা' কিন্তু দূর্বল নয়- স্রষ্টা সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ করে নারী সৃষ্টি করেছেন। তাই নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা হলে ধর্ষণও কমবে।

আমরা পুরুষগণ যখন আমাদের আশেপাশের সকল (শিশু কন্যা, কিশোরী, যুবতি, স্ত্রী) মাকে শুধুই আমার মা হিসাবে দেখবো, তখন ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ হ্রাস পাবে। প্রতিটি নারীকে দেখতে হবে একজন 'মা' হিসাবে। নারীদের যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। নারী অর্থাৎ 'মা' জাতির ধর্ষণ বন্ধকরণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিতভাবে ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে ধর্ষণকে একসাথে 'না' বলতে হবে॥

-দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার ২০২০ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

"এই তো আমি, আমাকে পাঠান" *(ইসা ৬:৮)*

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

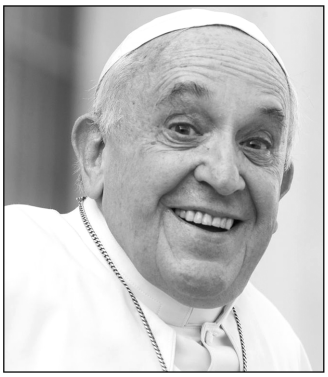

গত অক্টোবরের বিশেষ মিশনারী মাস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সারা পৃথিবীতে খ্রিস্টমণ্ডলী যা কিছু আয়োজন করেছে, তার সব দায়ভার গ্রহণ করে আমি পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, "দীক্ষিত ও প্রেরিত : বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম"- এই মূলসুর অনেক দেশের মানুষের মাঝে প্রেরণকার্যের মধ্যে নবচেতনা ও গতিশীলতা সঞ্চার করেছে।

কোভিড-১৯ মহামারী সৃষ্ট দুর্দশা ও পরীক্ষা দ্বারা চিহ্নিত এই বছরে বিশ্ব খ্রিস্টমণ্ডলী তার মিশনারী যাত্রা অব্যাহত রাখবে পবিত্র শাস্ত্রবাণী আলোয় আলোকিত হয়ে, যার বর্ণনা আমরা পাই, প্রবক্তা ইসাইয়ার আহ্বানের মধ্যে: "এইতো আমি, আমাকে পাঠান" *(ইসাইয়া: ৬:৮)*। এটা হচ্ছে সদাপ্রভুর প্রশ্নের চিরনতুন উত্তর: "আমি কাকে পাঠাব?"(ঐ)। বর্তমান পৃথিবীর এ মহাসঙ্কটের সময় করুণাসিক্ত ঐশ হৃদয়ের এই আহ্বান বাণী মণ্ডলী এবং মানব জাতি উভয়কেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়া শিষ্যদের মতোই আমাদের সবার অবস্থা। আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা সেই একই নৌকার যাত্রী; সবাই আমরা ভঙ্গুর ও ভয়ে দিশেহারা। তবে একই সঙ্গে আমরা এটাও বুঝতে পারি যে, আমাদের একসঙ্গে দাঁড় বাইতে হবে, বিপদের সময় একে-অপরকে সাহায্য করতে হবে। জীবন নৌকার মধ্যে এই একতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। শিষ্যদের মতোই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আমরাও এক সঙ্গে বলে উঠি: "আমরা যে মরতে বসেছি" *(দ্র: মার্ক ৪:৩৮)*। এর অর্থ হচ্ছে, আমরা উপলব্ধি করি যে, শুধুমাত্র নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারি না। আমরা অবশ্যই ভীত-সন্ত্রস্ত এবং দিশেহারা। দুঃখ-যন্ত্রণা ও মৃত্যু আমাদেরকে মানবীয় ভঙ্গুরতা অভিজ্ঞতা করতে সহায়তা করে। আবার একই সঙ্গে এটা জীবনের প্রতি আমাদের গভীর মমতা এবং মন্দতা হতে নিষ্কৃতি লাভের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কারণেই প্রেরণকাজ, যা ঈশ্বর ও প্রতিবেশিকে ভালবাসার একটা আমন্ত্রণ, তা আমাদেরকে সহভাগিতা, সেবাকাজ ও প্রার্থনা করার একটা সুযোগ এনে দেয়। আমাদের প্রত্যেকজনকে ঈশ্বর প্রেরণ দায়িত্ব দিয়েছেন যেন সকল ভয় ও অন্তর্দর্শণ থেকে মুক্ত করে তা আমাদেরকে এক নবায়িত উপলব্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে। আর এর মধ্যদিয়ে পরের তরে সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে আমরা নিজেকে পুরোপুরিভাবে খুঁজে পাই।

যিশুর প্রেরণকর্মের পূর্ণতা- সেই ক্রুশীয় বলিদানের মাধ্যমে *(দ্র: যোহন ১৯:২৮)* ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর সুমহান ভালবাসা প্রকাশ করেন *(দ্র: যোহন ১৯:২৬-২৭)*। তিনি আমাদের প্রত্যেকজনকে ব্যক্তিগতভাবে প্রেরণ করতে ইচ্ছা পোষণ করেন। কারণ তিনি স্বয়ং ভালবাসা, যে ভালবাসা সবসময় প্রেরণকার্যে নিয়োজিত, যে ভালবাসা সর্বদা জীবনদানের জন্য আপন গণ্ডির বাইরে প্রসারিত। আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করলেন *(দ্র: যোহন ৩:১৬)*। পিতা কর্তৃক প্রেরিত যিশু তাঁর সমগ্র জীবন ও সেবাকর্মে ঐশ ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ বাধ্যতা প্রকাশ করেছেন *(দ্র: যোহন ৪: ৩৪, ৬: ৩৮; হিব্রু ১০:৫-১০)*। ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশু সবর্দা আমাদের তাঁর কাছে টানেন তাঁরই ভালবাসার প্রেরণকর্মী হওয়ার জন্য। তাঁর পরম আত্মা, যিনি মণ্ডলীর প্রাণ-সঞ্চালক, তিনিই আমাদেরকে তাঁর শিষ্য করে তোলেন এবং এই জগত ও জগতের মানুষের কাছে পাঠান তাঁর প্রেরণকাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য।

"প্রেরণকর্ম, চলমান মণ্ডলী- একটা সাধারণ কর্মসূচি নয়। এটা একটা দুসাহসিক কর্ম প্রচেষ্টা, যা বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত হতে হয়। যিশু খ্রিস্টমণ্ডলীকে তাঁর গণ্ডির বাইরে যেতে বাধ্য করেন। বাণীপ্রচারের প্রেরণকর্মে তুমি বেড়িয়ে পড়, কারণ পবিত্র আত্মা তোমাকে তা করতে তাগিদ দেন এবং পরিচালিত করেন" *(জান্নি ভালেন্তের সঙ্গে কথোপকথন, ভাতিকান লাইব্রেরী, সান পাওলো, ২০১৯, ১৭-১৮)*। ঈশ্বরই সর্বপ্রথম আমাদের ভালবেসেছেন এবং তাঁর এই ভালবাসা দিয়েই তিনি আমাদের কাছে আসেন, আমাদেরকে ডাকেন। মণ্ডলীতে আমরা ঈশ্বরের পুত্র-কন্যা, তাঁর পরিবারে যিশুর দেখানো ভালবাসায় আমরা একে-অন্যের ভাই-বোন। আর এই বাস্তবতা থেকেই আমাদের ব্যক্তিগত আহ্বান আসে একেকজন প্রেরণকর্মী হওয়ার জন্য। অতএব, ঐশসন্তান হওয়ার আহ্বানের মধ্যেই সকল মানুষের মানবিক মর্যাদা বিদ্যমান। দীক্ষাস্নান সংস্কার ও বিশ্বাসের স্বাধীনতায় তারা ঐশসন্তান হয়ে ওঠে, যেভাবে সবর্দাই তারা ঈশ্বরের হৃদয় গভীরে ছিল।

মানব জীবন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রাপ্ত একটা ঐশদান। এই জীবন সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত হওয়ার জন্য আহ্বান পায়। এই জীবন হল একটা বীজ, যা দীক্ষাস্নানে অঙ্কুরিত হবে; বিবাহ সংস্কারে বা ঐশরাজ্যের জন্য কৌমার্য ব্রত গ্রহণে ভালবাসার প্রতিদান হিসাবে প্রকাশিত হবে। মানব জীবন ঐশ ভালবাসার মধ্যে বেড়ে উঠে এবং ভালবাসার দিকেই ধাবিত হয়। ঐশ ভালবাসার বাইরে আমরা কেউ নয়। তাঁর পুত্র যিশুর ক্রুশীয় আত্মবলিদানের মাধ্যমে ঈশ্বর পাপ ও মৃত্যু শক্তিকে জয় করেছেন *(দ্র: রোমীয় ৮:৩১-৩৯)*। ঈশ্বরের কাছে মন্দতা এমনকি পাপও হয়ে ওঠেছে বৃহত্তর ভালবাসায় সাড়া দেওয়ার একটা বড় বাঁধা হিসেবে। মুক্তি রহস্যে ঐশ অনুগ্রহ মানব জাতির ক্ষত নিরাময় করেছে এবং সারা বিশ্বে তা ঢেলে দেওয়া হয়েছে। খ্রিস্টমণ্ডলী, যা জগতের জন্য ঐশ ভালবাসার সর্বজনীন সাক্রামেন্ত, এই মণ্ডলী মানব ইতিহাসে যিশুর প্রেরণকাজ চলমান রাখে এবং আমাদেরকে সর্বত্র প্রেরণ করে যেন আমাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান ও মঙ্গলবাণী ঘোষণার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর ভালবাসার প্রকাশ অব্যাহত রাখেন। ঈশ্বর যেন এভাবেই প্রত্যেক স্থান ও সময়ে মানুষের দেহ, মন, আত্মা, সমাজ ও সংস্কৃতিকে স্পর্শ করেন এবং রূপান্তরিত করেন।

প্রেরণকাজ হচ্ছে ঐশ আহ্বানে স্বাধীন ও সচেতনভাবে সাড়া দেওয়া। তবুও আমরা এই আহ্বান যাচাই করি মণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যমান যিশুর ভালবাসার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাপকাঠি দিয়ে। আসুন, আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি: বিবাহিত দম্পত্তি হই বা উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিই হই কিংবা অভিষিক্ত সেবাকর্মীই হই না কেন, আমরা কি আমাদের জীবনে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার উপস্থিতিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত? প্রেরণকাজে তাঁর ডাক শুনতে আমরা কি রাজি আছি? অসীম দয়ালু পিতার প্রতি আমাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান করতে যেকোন জায়গায়, যেকোন সময় প্রেরিত হতে আমরা কি ইচ্ছুক? যিশু খ্রিস্টের পরিত্রাণের মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে খ্রিস্টমণ্ডলী গঠন করে পবিত্র আত্মার ঐশ জীবন সহভাগিতা করতে আমরা কি ইচ্ছুক? যিশুর মা মারীয়ার মতো ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে নিজেকে সর্ম্পূণরূপে উৎসর্গ করতে আমরা কি প্রস্তুত? *(দ্র: লুক ১:৩৮)*। "এই তো আমি, প্রভু আমাকে পাঠান" *(দ্র: ইসাইয়া ৬:৮)*- ঈশ্বরকে এই কথা বলার জন্য আমাদের হৃদয় গভীরে এই উন্মুক্ততা দরকার।

বিশ্বব্যাপী মহামারীর এই দুসময়ে ঈশ্বর আমাদের কি বলতে চান, তা উপলব্ধি করা মণ্ডলীর প্রেরণকাজের চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে অন্যতম। অসুস্থতা, দুঃখ-যন্ত্রণা, ভয় এবং নিসঙ্গতা আমাদের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। যারা একাকী মারা যায়, যারা পরিত্যক্ত, যারা তাদের কাজ ও আয় হারিয়েছে, যারা গৃহহীন, যাদের খাবার নেই- এই সব লোকদের দুঃখ-দুর্দশা প্রতিনিয়ত আমাদের চ্যালেঞ্জ জানায়। সামাজিক দূরত্ব পালন এবং ঘরে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়ে আমরা পুনরায় আবিষ্কার করি যে, সামাজিক সম্পর্ক এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের সমবেত সর্ম্পকের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমাগত অবিশ্বাস ও উদাসীনতা থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্যদের সাথে সুসর্ম্পক গঠন করতে এই অবস্থা আমাদের আরো সচেতন করে তোলে। অন্য ভাই-বোনদের প্রয়োজন, তাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা- ইত্যাদির প্রতি আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে তোলে সেই প্রার্থনা, যে প্রার্থনা দিয়ে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়-মনকে স্পর্শ করেন। সকল সৃষ্টিকে যত্ন করতে সেই প্রার্থনাই আমাদের দায়িত্বশীল করে তোলে।

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার উদ্‌যাপন হলো আমাদের বিশ্বাস নবায়নের এমন একটি উপলক্ষ্য, যেখানে প্রার্থনা, অনুধ্যান এবং বৈষয়িক অনুদানের মাধ্যমে মণ্ডলীতে যিশু খ্রিস্টের প্রেরণকাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আমরা লাভ করি। অক্টোবর মাসের ৩য় রবিবার পবিত্র উপাসনায় সংগৃহীত স্বেচ্ছাদানে ভালোবাসার যে বহিপ্রকাশ, তা বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার মাধ্যমে আমার নামে বিভিন্ন দেশে প্রেরণকাজের সহায়তারূপে ব্যয় করা হয়। সর্বজনীন পরিত্রাণার্থে, সারা জগতের মানুষ ও মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক ও জাগতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যই তা ব্যয় করা হয়।

মঙ্গলবাণী ঘোষণার তারকা, দুঃখীদের সান্ত্বনাদায়িনী এবং পুত্র যিশুর সহ-প্রেরণকর্মী ধন্যা কুমারী মারীয়া আমাদের জন্য অনুনয় প্রার্থনা অব্যাহত রাখুন এবং আমাদেরকে শক্তিদান করুন।

পোপ ফ্রান্সিস

রোম, লাতেরান মহামন্দির; ৩১ মে, ২০২০,

পবিত্র আত্মার অবতরণ মহাপর্ব

অনুবাদ

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার–২০২০ উপলক্ষে পিএমএস- এর জাতীয় পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় ভাই-বোনেরা,

মরণ ভাইরাস করোনার ছোবলে সারা পৃথিবীর মানুষ আজ বিপর্যস্ত ও দিশেহারা। আর এরই মধ্যে মাতামণ্ডলী 'বিশ্ব প্রেরণ রবিবার' উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে এ বছরের অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখে। পিএমএস বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সবাইকে এ দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে এ দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য অনুরোধ করছি। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এ বছরের মূলসুর হিসাবে বেছে নিয়েছেন, সদাপ্রভুর প্রতি প্রবক্তা ইসাইয়ার সেই বিনম্র বাণী *"এই তো আমি, আমাকে পাঠান"(ইসা ৬:৮)*।

"দীক্ষিত এবং প্রেরিত: বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টের মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম"–এই মূলসুরকে সামনে রেখে গত বছর আমরা সবাই ব্যস্ত ছিলাম বিভিন্ন সভা-সেমিনার, ধ্যান-প্রার্থনা, সেবাকাজ ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের সবার জীবনে যিশু খ্রিস্ট ও তাঁর পুণ্য মণ্ডলীর প্রেরণকর্মের নবচেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য। পুনরুত্থানের দিনে খ্রিস্টের সেই নির্দেশবাণী 'দীক্ষাস্নান' দ্বারা আমাদের সহজাত অধিকারে পরিণত হয়েছে– "পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি আমার দূত করে তোমাদের পাঠাচ্ছি (*যোহন ২০:২১*)।

খ্রিস্টবিশ্বাসী মাত্রই মুক্তিদাতা খ্রিস্টের প্রেরণকাজের সহভাগি। ২য় ভাতিকান মহাসভা তার শিক্ষা ও ঐশতাত্ত্বিক দলিলগুলোতে এই সত্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে যে, "মণ্ডলীর গোড়াপত্তনের কাজের জন্যে প্রধান হাতিয়ার হলো যিশু খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার প্রচার করা। এই মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করার জন্যেই প্রভু সমস্ত জগতে তাঁর শিষ্যদের পাঠিয়েছিলেন, যেন ঐশবাণীর মাধ্যমে মানুষ নতুন জন্মলাভ করে *(দ্র:১ পিতর ১:২৩)* দীক্ষাস্নান গ্রহণের মাধ্যমে মণ্ডলীর সাথে যুক্ত হতে পারে" *(মণ্ডলীর প্রেরণকার্য বিষয়ক নির্দেশনামা নং ৬)*।

আমাদের সবার প্রেরণ দায়িত্ব স্বয়ং পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে, যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাই। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই কথাটি খুব জোরালোভাবে ব্যক্ত করেছেন এ বছরের বিশ্ব প্রেরণ রবিবার উপলক্ষে দেওয়া তাঁর বিশেষ বাণীতে। তিনি বলেন, "ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকজনকে প্রেরণ দায়িত্ব দিয়েছেন যেন সকল ভয় ও অন্তর্দর্শন থেকে মুক্ত করে তা আমাদেরকে এক নবায়িত উপলব্ধি বা চেতনার দিকে চালিত করে। এর ফলে পরের তরে সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে আমরা নিজেদেরকে পুরোপুরিভাবে খুঁজে পাই" *(message for World Mission Sunday 2020, Para 2)* পুণ্যপিতা স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমরা সবাই মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্ট ও তাঁর পরম আত্মার প্রেরণকর্মের সহকর্মী। তিনি বলেন, "ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশু সর্বদা আমাদের কাছে টানেন তাঁর ভালবাসার প্রেরণকর্মী হওয়ার জন্য। তাঁর পরম আত্মা, যিনি মণ্ডলীর প্রাণ সঞ্চালক, তিনিই আমাদেরকে তাঁর শিষ্য করে তোলেন এবং এই জগত ও জগতের মানুষের কাছে আমাদের পাঠান তাঁর প্রেরণকাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য"*(message for World Mission Sunday 2020, Para 3)* ।

পবিত্র শাস্ত্র ও মণ্ডলীর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আসুন আমরা সবাই একেকজন প্রেরণকর্মী হয়ে উঠি এবং প্রভু যিশুর কথামতো জগতের আলো ও লবণ হয়ে তাঁর মঙ্গলবাণী প্রচারের কাজকে চলমান রাখি। খ্রিস্ট মণ্ডলীর চলমান প্রেরণকার্য ও প্রেরণকর্মীদের সার্বিক কল্যাণে গত বছর পোপ মহোদয়ের "বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা"- কে আপনারা যে অনুদান দিয়েছিলেন, ধর্মপ্রদেশভিত্তিক নিম্নে তা দেওয়া হল:

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ	৩৮৫,৯৯১.০০
চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ	২৪,৭১৬.০০
খুলনা ধর্মপ্রদেশ	২০,০০০.০০
দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ	৪৫,০০০.০০
ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ	২৭,০০০.০০
রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ	৫৮,৬৬৫.০০
সিলেট ধর্মপ্রদেশ	১৭,২৭৮.০০
বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	২৬,৬০৪.০০
মোট	**৬০৫,২৫৪,০০**

কথায়: ছয় লক্ষ, পাঁচ হাজার, দুইশত চুয়ান্ন টাকা।

সর্বজনীন মাতা-মণ্ডলীর প্রেরণকার্যে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও উদার আর্থিক অনুদানের জন্য পুণ্যপিতা ও বাংলাদেশের সকল বিশপগণের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা
জাতীয় পরিচালক, পিএমএস বাংলাদেশ।

প্রেরণ রবিবার পালনের উপাসনা সহায়তা বিষয়ে কিছু কথা

ফাদার সুশীল লুইস

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শেষ রবিবার হল প্রেরণ রবিবার। ঘটা করে মণ্ডলীতে এদিন পালন করার কথা। এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে কত কথা বলা হয়েছে, কত কী লিখা হয়েছে, নানা সভা-সম্মেলন, আলোচনা হয়েছে! মানুষের মনেও সেদিন ঘিরে নানা ধরনের আশা, কল্পনা, প্রস্তুতি ছিল। এদিন পালন ও বরণের এক প্রধান দিক ও মাধ্যম হল উপাসনা, বা আরো সংক্ষিপ্ত করে বললে বলতে হবে রবিবাসরীয় উপাসনা। রবিবারের সমাবেশে অনেক মানুষ আসেন তাছাড়া এ মাধ্যম ব্যবহার করে অনেক ভক্তকে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক শিক্ষা ও চেতনাদান করা সম্ভব। তাদেরকে কোন না কোনভাবে সেসবে জড়িতও করা যায়। অবশ্য প্রতি বছর তা করা হয়ও বিভিন্নভাবে। এবারের এদিন অন্যবারের চেয়ে একটু বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আগে থেকেই অনেক কিছু বলা ও চিন্তা করা হয়েছে। তাই সেভাবেই পালন করার ধারণা মাথায় আসছিল। আমি আজকের দিনের অর্থাৎ বিশ্ব প্রেরণ রবিবার-এর উপাসনা বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই। আমার মতে, যেভাবে কথা বলা হয়েছে সেভাবে উপাসনার সুচিন্তিত সহায়তা দিতে অনেক কিছু করা সম্ভব হতে পারতো। কোন পাঠ নির্ধারণ করা, অন্য পাঠ সহায়িকা, প্রার্থনা ও তার জন্য কিছু নির্ধারণ করা- উপদেশ সহায়িকা, সর্বজনীন প্রার্থনা, গান নির্দেশিকা, সাজ-গোজ, কথা ইত্যাদি বিষয়ে কিছ ধারণা ও প্রস্তাব দিলে ভাল হত। উপাসনার সহায়তা দিলে, কাগজে কিছু প্রকাশ করলে অন্তত যারা চায় তারা কিছু সহায়তা পেতে পারতেন। তাতে উপাসনা আরো সুন্দর, বাস্তব ও ফলপ্রসূ হতে পারত। কারণ অনেকের তা প্রস্তুত ও অনুশীলন করার সময় সুযোগ কম থাকে, তারপরও অনেকে এসব বিষয়ে ভাল জানেন না, ধারণা দুর্বল ভাল প্রস্তুত করতে পারেন না, অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তুতি ও পরিচালনার দক্ষ মানুষ থাকে না। তাই এ দিনের উপাসনা সুন্দর করতে একটি সহজ ও সম্পূর্ণ কাঠামো কোথাও প্রকাশ করলে বেশি ফল আসত বলে আমার মতামত। বছরের বেশ কয়েকটি দিন এভাবে পালন করা হয়; তবে আমার চিন্তায় যারা এ প্রসঙ্গে দায়িত্বশীল তারা এ বিষয়ে বেশ কিছু আগে থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে কিছু প্রকাশ করলে যারা আগ্রহী তারা পরে কোন না কোন অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারতেন। ভাল প্রস্তুতি না থাকলে উপাসনা সুন্দর ও ফলপ্রসূ হবে না। প্রস্তুতি থাকলে তা প্রার্থনাপূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী ও অর্থপূর্ণ হবার সম্ভাবনা বহন করে। অন্যদিকে, ভক্তজনগণ সেসব স্ব-স্ব হৃদয়ে ধারণ ও বহনও করতে পারবেন সহজে। তাই আমার মনে হয় এ ধরনের বিশেষ-বিশেষ দিনে ও উপলক্ষে ভক্তদের জন্য বিষয়ভিত্তিক আরো কিছু প্রকাশ করা, লেখালেখি করা দরকার। তা যেন সহজলভ্য হয় এবং সময়মত মানুষের হাতে আসে। মানুষ যেন সেসব কার্যকরী করতে পারেন। তাহলে আমরা আরো বেশি সুফল পেতে পারব বা পারতাম। বাস্তবতার দিতে একটু তাকাই।

প্রেরণ রবিবারের উপাসনা বিষয়ে বেশ কয়েকটি বইয়ে কিছু ধারণা ও সহায়তা পাওয়া যায়; যেমন উপাসনা সাহয়িকা, প্রভুর দিন, বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ইত্যাদি। তবে বইগুলিতে পর্যাপ্ত সহায়তা ও পূর্ণ কাঠামো নেই। অর্থাৎ সব বিষয়ে সেখানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, প্রস্তাব, পরামর্শ, ধারণা ইত্যাদি নেই। তাই যে যেভাবে পারেন তাঁরা সেভাবে করেন। অনেকে চিন্তা, কল্পনা ও সৃজশীল শক্তি ব্যবহার করেন না। ফলে যেমন তেমনভাবে উপাসনা শেষ হয়। উদাহরণস্বরূপ: এবছরের প্রেরণ রবিবারের প্রথম পাঠ ও মঙ্গলসমাচার *(প্রথম পাঠ যাত্রা: ১৭:৮-১৩; মঙ্গলসমাচার লুক ১৮:১-৮)* দেয়া আছে প্রার্থনা বিষয়ে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় পাঠ *(দ্বিতীয় তিমথি ৩:১৪:২)* দেয়া আছে প্রচার, প্রেরণ বিষয়ে। উপদেশ দিতে গেলে প্রথমেই যাজকগণ প্রার্থনা বিষয়ে চিন্তা ও পরিকল্পনা করবেন। পরে প্রচার বিষয়ে চিন্তা করতে পারেন। আমার কথা হল, পাঠ যদি প্রেরণ বিষয়ে না হয় তবে উপাসনার অন্যান্য বিষয়েও সমন্বয় করতে অসুবিধা হবে। উপাসনার পাঠ বিষয়ে মণ্ডলী শিক্ষা দেন যেন পাঠ সেখানে উপযুক্ত হয়। খ্রিস্টযাগ বইয়ের প্রার্থনাবিতানের প্রার্থনাও সে বিষয়ে দেয়া আছে তাহলে প্রেরণ রবিবার কীভাবে সুন্দর ও অর্থপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করা যাবে? প্রেরণ রবিবার শুধু প্রার্থনা বিষয়ে উপদেশ বা গান পূর্ণাঙ্গ হবে না। কেউ যদি দ্বিতীয় পাঠ অনুসরণ করেন, তবে সেখানে প্রচার বিষয়ে কিছু কথা বলা আছে। সেখান থেকে প্রেরণ বিষয়ে কিছু কথা নেয়া যেতে পারত। কারণ উপদেশ হবার কথা বাণীভিত্তিক অর্থাৎ 'শাস্ত্রীয় ও ঔপাসনিক গ্রন্থাদি থেকে। যেন যাজকগণ 'বিশ্বস্ততা ও যত্ন সহকারে' উপদেশ দান করে ভক্তদের 'বিশ্বাসের রহস্যগুলি ও খ্রিস্টীয় জীবন পরিচালনার নীতি' বুঝিয়ে দিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে অধিকতর পুষ্টিদান করতে পারেন। তারপরও সর্বজনীন প্রার্থনা বিষয়েও সেরূপ প্রস্তাবনা নেই। তাই এসব বিষয়ে বেশ জটিলতা অর্থাৎ উপাসনায় মিল ও সমন্বয় আনা বেশ কঠিন ও অন্যদিকে তা তত অর্থপূর্ণ হবে না। সেজন্য উপাসনা নির্দেশিকা ও সহায়িকা (বই, পাঠ, প্রার্থনা, উপদেশ ইত্যাদি..) প্রস্তুত করে সময়মত নির্দিষ্ট স্থানে পাঠালে আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সেভাবে বাস্তব পদক্ষেপ নিলে বেশি ফল পাবার আশা ও সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য ধর্মপল্লী ও প্রতিষ্ঠানে দয়িত্বশীল ব্যক্তিগণ তাদের পরিবেশ ও বাস্তবতা অনুসারে নিজেদের সৃজনশীলতা, অভিজ্ঞতা, প্রচলন, রীতিনীতি ব্যবহার করতে পারেন। সেখানে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতাও গুরুত্বপূর্ণ কথা। এরূপ কিছু করা আমাদের প্রচলন হোক, সংস্কৃতি হোক, পরিচয় হোক, জীবন পথ হোক এ প্রত্যাশা করি। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, আমাদের দেশে অনেকবার ঘটা করে বিভিন্ন দিন পালন করা হয়, কিন্তু বাস্তবে সেখানে উপাসনার গুরুত্ব তত বেশি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। কারণ সেখানে হতে পারে উদ্যোগ, সৃজনশীলতা, জ্ঞান, উপকরণ, পরিবেশ, দক্ষতা প্রভৃতির অভাব। অন্যদিকে, উপাসনা আয়োজন ও পরিচালনায় অনেকবার একতা ও সমন্বয়ের অভাব। তাই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। সেজন্য বলতে চাই, মণ্ডলীতে যে বিশেষ বিশেষ দিন, উপলক্ষ্য, উৎসব (যেমন আহ্বান দিবস, বাইবেল দিবস, শিশুমঙ্গল দিবস, নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, যোগাযোগ দিবস প্রভৃতি) উদ্‌যাপন করা হয়, সেগুলির জন্য যেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে পূর্বেই কিছু সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। পরে সে অনুসারে সেদিনের উপাসনা প্রস্তুত ও পরিচালনা করা হলে, হতে পারে সেসবের অর্থ, তাৎপর্য অনেকখানি ফুটে ওঠবে। তবেই বিশেষ-বিশেষ দিন পালন অনেকখানি সার্থক, গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ হবে॥

মিশন দেশের মিশনারী

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

মিশন কথাটির অর্থ হল নিদিষ্ট লক্ষ্য, স্থান বা গন্তব্য। যাকে লক্ষ্য করে বা কেন্দ্র করে কোন কিছু পরিচালিত হয়। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি এক, অদ্বিতীয়, জীবন্ত ঈশ্বর। "তোমরা জগতের সবর্ত্রই যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার *(মার্ক ১৬:১৫)*।" এই মঙ্গলবাণী প্রচার হল সত্য, জীবন্ত ঈশ্বরকে অন্যের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্যেরা যারা খ্রিস্টকে জানে না তারা যেন তাঁকে গ্রহণ করে তার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা। পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও মানুষের জন্য তাঁর মুক্তির মহান পরিকল্পনা এবং তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই জগতে কেন প্রেরণ করেছেন সেই সম্পর্কে অবগত করা। "পরমেশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন যাতে, যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শ্বাশত জীবন *(যোহন ১৩:১৬)*"। ঈশ্বর শুধুমাত্র মানব জাতির মুক্তির জন্যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করেছেন। তিনি যন্ত্রণাভোগ করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছেন। লিয়োঁর সাধু ইরেনিয়াস বলেন- "ঐশবাণী মানুষের মাঝে নিবাস স্থাপন করলেন এবং মনুষ্যপুত্র হলেন, যাতে পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষ ঈশ্বরকে চিনতে অভ্যস্ত হতে পারে, এবং ঈশ্বর মানুষের মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত হতে পারে।" মিশনারীদের উদ্দেশ্য হল মিশন দেশে যাওয়া। মিশন দেশ হল সে সমস্ত দেশ যেখানে এখনও খ্রিস্টের বাণী প্রচারিত হয়নি। যেসব দেশে সর্বত্র খ্রিস্টকে এখনও যারা জানতে ও চিনতে পারেনি। বাংলাদেশ তাদেরই মতো এক মিশন দেশ। এই দেশে বাণীপ্রচারের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিশনারীগণ এসেছেন। তাদের কষ্ট, ত্যাগ ও খ্রিস্টের প্রতি অগাধ ভালবাসার কারণে অনেক মানুষ বাংলাদেশে খ্রিস্টকে জানতে ও চিনতে পেরেছে। বর্তমান মণ্ডলী যে অবস্থানে এসেছে তার জন্যে বিদেশী মিশনারীদের অবদান অনস্বীকার্য। এখানে এখনও খ্রিস্টের বাণী সর্বত্র প্রচার ও প্রসার হয়নি। এখন বাংলাদেশের মিশনারীদেরই বাংলাদেশে বাণীপ্রচারের কাছে নিবেদিত প্রাণ হতে হবে। তাদেরই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিধর্মীদের কাছে বাণীপ্রচার করতে যেতে হবে। বিদেশী মিশনারীগণ যে কাজ শুরু করেছেন এখন দেশীয় মিশনারীদের সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেন সর্বত্র ঐশরাজ্য বিস্তার লাভ করতে পারে।

অক্টোবর মাস হল বিশেষ মাস। একদিকে পবিত্র জপমালার মাস অন্যদিকে মিশনারী মাস। দীক্ষাস্নানের গুণে আমরা সবাই মিশনারী। মিশনারী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে মিশনকাজে অংশগ্রহণ করা। আমরা আমাদের মিশন দেশের মিশনারী হিসেবে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি। যারা মিশনকাজে সম্পৃক্ত তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি। যারা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল তারা অর্থ দিয়ে সহায়তা করতে পারে, যারা জ্ঞানী-গুণীজন আছেন তারা সুপরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতে পারেন। যারা পরিবার গঠন করেছেন, তারা তাদের সন্তানদের মিশনকাজে দান করার মধ্যদিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সেই সাথে যারা মিশনকাজ করছে আমরা তাদের উৎসাহিত করতে পারি। এভাবে আমরা সবাই আমাদের স্ব-স্থানে থেকে মিশনকাজে সহযোগিতা করতে পারি। এভাবে অনেকে খ্রিস্টকে চিনতে পারবে, গ্রহণ করবে এবং ঐশরাজ্যের বিস্তার ঘটবে। বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীগণ রয়েছেন যারা মিশন দেশের জন্য সাক্ষ্যমর মৃত্যুবরণ করেছেন। আবার অনেকে মিশনকাজে যারা প্রেরিত তাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কাজ করেছেন। তিনি মিশন দেশে প্রেরিত না হয়েও মিশন দেশের প্রতিপালিকা হয়েছেন। তিনি সর্বদা মিশন দেশের জন্য প্রার্থনা করেছেন এবং চিন্তা করেছেন।

মিশনারী হতে হলে কতগুলো গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য একান্তভাবে দরকার। খ্রিস্টের বাণীর দূত হিসেবে একজন মিশনারীকে সাহসী হতে হয়। তিনি নতুন এলাকায়, পরিবেশে ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যে খ্রিস্টকে বহন করে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। অন্যদের পরিত্রাণের পথ দেখান। যদি ব্যক্তি সাহসী না হয় তাহলে তার খাপ খাওয়ানো, নতুন পরিবেশে কাজ করতে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। খ্রিস্ট নিজেই তার অযোগ্য শিষ্যদের যোগ্য করে নেন। তাই ব্যক্তিকে সাহসিকতার সাথে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হয়। বাণীপ্রচার করতে হয়। পবিত্র আত্মাই তাদের সেই সাহসী করে গড়ে তোলেন। কি করতে হবে তা শিখিয়ে দেন। "তোমাদের যা কিছু বলতে হবে, পবিত্র আত্মা ঠিক সেই সময়ে তোমাদের তা শিখিয়েই দেবেন *(লুক ১২:১২)*।"

মিশনারী হিসেবে খ্রিস্টের বাণীর বাহক হিসেবে ব্যক্তিকে কষ্ট সহিষ্ণু হতে হয়। কারণ প্রত্যেকটি পদক্ষেপে রয়েছে কষ্ট ও বিপদ। নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ, নতুন কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে খাপ খাওয়াতে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে অন্ধকারাচ্ছন্ন বির্ধমী মানুষের কাছে একজন মিশনারী খ্রিস্টের আলো বহন করেন। তিনি নিজেকে নয় খ্রিস্টকেই বহন করে নিয়ে যান। মানুষ মিশনারীর মধ্যদিয়ে খ্রিস্টকে দেখতে পান। খ্রিস্ট যে অসমাপ্ত কাজ রেখে গেছেন, আমাদের দায়িত্ব হল সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সবাই তাকে যে গ্রহণ করবে তা নয়, গ্রহণ করার পরিবর্তে কেউ-কেউ বিরোধিতাও করে। আবার কেউ-কেউ প্রতিশোধ গ্রহণ করতেও চেষ্টা করে। এই প্রতিকূল পরিবেশে খ্রিস্টের ক্রুশের দিকে তাকিয়ে মিশনারীকে অনেক কষ্ট-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। খ্রিস্টের প্রতি নির্ভরশীল হলে খ্রিস্টই তাকে সহ্য করার শক্তি দেন।

একজন মিশনারীকে অনেক কথা সহ্য করার মধ্যদিয়ে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। অনেকে অনেক সময় মিশনারী সম্পর্কে মিথ্যা কথা রটায়, অপবাদ দেয় এগুলো ধৈর্য সহকারে গ্রহণ করতে হয়। ধৈর্যের ফল তৎক্ষণাৎ তেতো হলেও পরবর্তীতে মিষ্ট। মিশনারীকে ক্রোধান্বিত নয় নম্র হয়ে ধৈর্য ধারণ করে সবকিছুর মোকাবেলা করতে হয়। মিশনারীকে হতে হয় নিবেদিত প্রাণ ও সদা প্রস্তুত। তিনি সব সময় মানুষের মঙ্গল কামনা ও মঙ্গল কাজ করবেন। তিনি সব সময় সব কাজে মানুষের মঙ্গলের জন্য এগিয়ে যাবেন। মিশনারীকে হতে হবে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন বা প্রত্যয়ী। সফলতা-বিফলতা নিয়েই মানুষ। বিফল হলেও হতাশ হতে হবে না।

তাকে সামনের দিকে আরও বেশি উদ্যমী হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তার কাজ তাকে করতে হবে। সব কিছু ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিতে হবে। পরিবর্তনের কাজ হল পবিত্রাত্মার। কখন কার পরিবর্তন ঘটবে আমরা জানি না। কর্মী হিসেবে আমাদের কাজ করতে হবে। জমিতে যখন বীজ বপন করা হয় তখন একসাথে সব বীজের চারা গজায় না। কিছু অল্প সময় পরে অঙ্কুরিত হয় আবার কিছু অনেক পরে হয় আবার কিছু অনেক বছর পরে হয়। এই বীজ গজানোর কাজ ঈশ্বরের হাতে। ঈশ্বর যখন চাইবেন, তখনই হবে। তাই হতাশ না হয়ে আশা নিয়ে কাজ করতে হয়।

যিনি মিশনারী তাকে ত্যাগী মনোভাব সম্পন্ন মানুষ হতে হয়। ত্যাগের মধ্যদিয়ে ঐশরাজ্য বিস্তারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সর্বদা তাকে ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ত্যাগের মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে তা উপলব্ধি করতে হয়। আরও যে বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা হল ত্যাগের মধ্যে তাকে আনন্দ খুঁজে পেতে হয়। যখন ব্যক্তি মিশনারী কাজে আনন্দ পাবে তখন তাকে আর কোন বাঁধাই দমিয়ে রাখতে পারবে না। যারা ইউরোপের মিশনারী তারা তৃতীয় বিশ্বে বাণীপ্রচারের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। এখনও অনেকে মিশনারী হিসেবে কাজ করছেন তাদের মূলে রয়েছে আনন্দ। যদিও তারা ভোগ-বিলাসের জীবন ছেড়ে এসেছেন কিন্তু তারা আনন্দ পাচ্ছেন। এই আনন্দ তাদের বাণীপ্রচারের কাজ করতে আরও অনুপ্রাণিত করছে।

বেশিরভাগ মিশনারীগণ ইউরোপ আমেরিকা থেকে মিশনারী হিসেবে বাণীপ্রচার করতে এসেছেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। ওই সমস্ত দেশে এখন আহ্বানের সংখ্যা অনেক কম। যারা আছে তারা বেশিরভাগই বয়োজ্যেষ্ঠ। পূর্বে যে দেশগুলো ছিল মিশন দেশ সময়ের পরিক্রমায় এখন তাদের নিজেদেরই নিজের দেশে মিশনারী হিসেবে কাজ করতে হবে। তাদেরই দেশের বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টের মঙ্গলবাণী প্রচার করতে হবে। প্রয়োজনে এই সমস্ত দেশ থেকে মঙ্গলবাণী প্রচার, সেবাকাজ ও যত্নের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে যেতে হবে। যখন আমাদের প্রয়োজন ছিল তখন তারা এসেছেন। এখন তাদের প্রয়োজন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এটাই হল সেই আদি মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য "খ্রিস্টবিশ্বাসীরা তো সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল; তাদের সব কিছু ছিল সকলেরই সম্পত্তি। তারা নিজেদের বিষয় সম্পদ বিক্রি করে যা পেত, তা সকলের মধ্যে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দিত *(শিষ্যচরিত ২:৪৪-৪৫)*।"গোটা খ্রিস্টমণ্ডলীই হল একটি পরিবার। সবার প্রয়োজন অনুসারে সবকিছু ভাগ করে দিতে হবে যেন সবাই খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে বেড়ে উঠতে পারে। পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

মিশনারী হলেন বাণীর দূত ও বাহক। বাণীই হল তার ধ্যান-জ্ঞান। এই বাণীই তিনি তার কথা, কাজ ও জীবনাচারণের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেন। খ্রিস্টকে অন্যের সামনে তুলে ধরেন। যারা বিশ্বাস করে খ্রিস্টকে গ্রহণ করবে তারা পরিত্রাণ লাভ করবে। মিশনারীকে হতে হয় ভালবাসা, নম্র, সাহসী, ধৈর্যশীল, ভাল শ্রোতা, পরিপক্ক, ত্যাগী, সদা প্রস্তুত, নিবেদিতপ্রাণ, দৃঢ় প্রত্যয়ী একজন মানুষ। তিনি নিজেকে নয় খ্রিস্টকেই প্রচার করেন। অন্য দেশ থেকে মিশনারীগণ এসে বাণীর বীজ বপন করেছেন। সেই মণ্ডলী আজ অনেকাংশে ফুলে-ফলে বিকশিত হয়েছে। এখন নিজ দেশের মিশনারীদের দিয়েই পতিত জমিতে বীজ বপন করতে হবে যে জমিতে চারাগাছ জন্মেছে তার যত্ন নিতে হবে যেন সব জায়গায় ঐশরাজ্যের বিস্তার ঘটে। প্রয়োজনে মিশন দেশের মিশনারী হয়েও সীমানা ছাড়িয়ে বীজ বপন করতে হবে। যেন অনেক মানুষ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। গোটা বিশ্বটাই যেন একটি খ্রিস্টীয় পরিবার হয়ে ওঠে ॥

প্রার্থনার প্রেরণা

সিস্টার এলিজাবেথ পিমে

প্রার্থনা আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করে। আমরা বিশ্বাস করি প্রার্থনার জীবন সবার সুপরিচিত না হলে সঠিক চেতনা প্রার্থনার জীবনের স্বাদ অনুভব করা কঠিন। তাই প্রার্থনায় আমাদের জীবনের প্রেরণাশক্তি যোগায় এ জীবনে চলতে। নীরবতার ফল হলো প্রার্থনা, যত বেশি কথা বলব এতে করে অন্তরের মধ্যে যিশুর উপস্থিতি অনুভব করতে ব্যর্থ হব। তাই যিশুর ভালবাসায়, বিশ্বাসে জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজন প্রার্থনা, নীরবতা ও সেবাকাজ।

প্রার্থনার এমন শক্তি ও প্রেরণা যা আমাদের জীবন পাল্টে দেয়, যেন নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহ দেয়, অন্তরে নীরবে সে চেতনা পেয়ে থাকি। তাই আমাদের ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রার্থনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তবে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হলো শক্তিশালী হাতিয়ার। জীবনকে সহজ-সরলভাবে চলতে ও যিশুর ভালবাসায় জীবন কাটাতে আকর্ষণ করেন। ঐশরাজ্যের প্রচার কাজকে জোরালোভাবে ও ফলপ্রসূভাবে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করা ও যিশুতে ডুবে থাকার অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করা; যদি সত্যিকারভাবে যিশুর মধ্যে আমি থাকি আর যিশু আমার মাঝে থাকে তবেই প্রকৃত স্বাদ ও আত্মতৃপ্তি, আনন্দ, শান্তি থাকবে অন্তরে। আর যিশুর ভালবাসার পাগল হয়ে যিশুর প্রেমের কথা, আশার কথা বলার জোর অন্তরে থাকবে।

প্রার্থনার এই আনন্দ বা প্রেরণা একটি ঐশ অনুগ্রহ আশীর্বাদ যা আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করি। বাস্তব জীবনে যত সমস্যা যত সীমাবদ্ধতা যাই থাকুক না কেন আধ্যাত্মিক জীবনে আনন্দ ও শান্তি থাকলে জীবনে আসে স্থিরতা সাথে কঠিন বিষয় নিয়ম-কানুন যাই থাকুক না কেন, তখন বিশ্বাস ও ভালবাসায় সবই সহজ হয় জীবনে মেনে নিতে ও আপন করতে। এই সাহস ও প্রেরণার মধ্যদিয়ে ঐশপ্রেমের স্পর্শ ও উদার মনের যিশুকে অন্তরে স্থান দিতে পারি।

ঈশ্বরের ইচ্ছা নিজের জীবনে খুঁজে পেতে ও আনন্দে যিশুর সঙ্গে থাকতে সাহস পাই। এইভাবেই যখন বুঝব প্রার্থনার আনন্দ, প্রেরণা তখনই অন্তরের কলুষতা, মলিনতা, আঘাত এবং অসুখকর কোন কিছুর সমস্যা সব কিছুকে সহজ বলে মেনে নিতে পারব ও ঈশ্বরের ঈচ্ছাকে দেখতে পাব। তখনই একজন নম্র মানুষ প্রার্থনার মানুষ হয়ে উঠতে চেষ্টা করব। যিশুর জীবন আদর্শ, কার্যাবলী সবই ছিল নির্জন-নিভৃতে প্রার্থনার ও উপবাসের শক্তি তাঁর পিতার মহিমা প্রকাশের। তাই আসুন আমরাও প্রার্থনায় যত্নশীল হই। যিশুর সান্নিধ্যে সময় কাটাই। যিশুতে আস্থা রাখি। প্রার্থনাই যেন একমাত্র অস্ত্র, হাতিয়ার হয়ে ওঠে এর মধ্যে দিয়ে সব মন্দতাকে জয় করে যিশুর শক্তিশালী সৈনিক শিষ্য প্রার্থনার ব্রতী হয়ে ওঠি ॥

বাণীপ্রচারের অপ্রতিরোধ্য জনসংযোগ

ফাদার যোসেফ মুরমু

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে মিশনারীদের প্রৈরিতিক কার্যকলাপ ছিল রোমাঞ্চকর *(যে বয়সে জেনেছিলাম ও প্রত্যক্ষ করেছিলাম)*। মিশনারীদের উত্তরবঙ্গে আগমন সম্পর্কে মনগড়া কোন তথ্যাদি দিচ্ছি না, বরং তাদের প্রৈরিতিক কর্মকাণ্ডকে স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। মিশনারীগণ এ দেশের মাটিতে পা দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, বাংলা ভাষা শেখার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এরপর প্রৈরিতিক কর্মকাণ্ডে ঝুঁকে পড়েছিলেন। বৃহত্তর দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে, মিশনারী পিমে পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার অব চ্যারিটি, পিমে সিস্টারগণ এবং সিআইসি সিস্টারগণ (শান্তিরাণী) অ-খ্রিস্টান লোকদের মাঝে উপস্থিত হয়ে যিশুর ঐশবাণী পৌঁছে দেয়ার জনসংযোগ দ্রুত বাড়িয়ে তুলেছিলেন, লোকদের ভাষাও রপ্ত করেছিলেন। অ-খ্রিস্টান লোকদের সংস্কৃতি-কৃষ্টি ব্যাপারে দ্বিমত ছিল, উদাসিনতা ছিল, কেননা স্বার্থপর ব্যক্তিরা আপত্তি তুলে বলে বেড়িয়েছিল, যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবে, তারা আদিবাসী সান্তাল-উরাও বলে গণ্য নয়, কারণ লোকজন নিজস্ব সংস্কৃতি-কৃষ্টি ত্যাগ করেছে। এই জন্য অ-খ্রিস্টান লোকেদের ও মিশনারীদের বিভিন্ন গ্রামে বিরোধীদের অমানবিক-অসদাচরণ সহ্য করতে হয়েছিল। তারপরেও গ্রামের অ-খ্রিস্টান লোকেরা বিরোধীদের হুমকি-ধামকি তোয়াক্কা না করে মিশনারীদের অভ্যর্থনা করে বাড়িতে থাকতে দিয়েছিল। এতকিছুর পরেও মিশনারীরা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিল, ইচ্ছুকদের দীক্ষাস্নান দিয়েছিল। তাদের কিছু ব্যক্তিকে সহকর্মী প্রচারক পদে বসিয়েছিল। মিশনারীরা অ-খ্রিস্টান লোকদের মধ্যে যে পন্থায় বাণী প্রচার করেছিল, তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মধারা সংক্ষেপে লেখায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। যারা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরোহিতগণ আছেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে, তারা ঢের বেশি বলতে বা সহভাগিতা করতে পারবেন। লেখতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করে ফেললে, মাফ করবেন। যে বিষয়টি লেখছি, তা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং মুরুব্বিদের সহভাগিতা থেকে নেয়া। বিশেষভাবে, ঐ সময় প্রৈরিতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন যারা, তাদের সংস্পর্শে এসে জেনেছিলাম। তারা মূলত, প্রচারক ছিলেন এবং মিশনারীদের প্রত্যক্ষ প্রৈরিতিক সহকর্মী ছিলেন। অনেক বছর হলো তারা পরলোকগত হয়েছেন।

১। বাণীপ্রচারের মাধ্যম

ক) ভাষা:

উত্তরাঞ্চলে মিশনারীদের বাণীপ্রচারের মাধ্যম ছিল ভাষা, বিশেষভাবে, সান্তাল ও উরাও ভাষা। একদম শুরুতে বিদেশী এবং বাংলাদেশী পুরোহিত-সিস্টাররা, আদিবাসীদের মধ্যে বাণীপ্রচার করতে গিয়ে বাঁধা পেয়েছিল লোকদের ভাষা। মিশনারীরা বুঝতে পেরেছিলেন, স্থানীয় লোকজন, শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত যাই থাকুক, কথা হল-যিশুকে পৌঁছে দেয়ার উত্তম মাধ্যম হবে, "লোকদের ভাষা"। ভাষা ছাড়া, তাদের মাঝে উপস্থিত হওয়া, কথা বলা ও শিক্ষা দেয়া কঠিন। তারা বুঝেছিলেন, আদিবাসীরা নিজেদের ভাষা শুনতে ও বলতে পছন্দ করেন। তাই ধর্ম-কর্ম শিখাতে গিয়ে তাদের ভাষাই প্রয়োজন। তাই লোকদের ভাষা শিখে নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মিশনারীরা যাতে সহজে ভাষা শিখতে পারে, তার জন্য প্রচারকরা মিশনারীদের ভাষা হাতে-নাতে শিখাতে ও বলতে বা উচ্চারণ করতে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ওদের ভাষাতেই বাণীপ্রচারের কাজটি ফল হয়েছিল, বাণীপ্রচার কাজটি দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। মিশনারী ও প্রচারক যৌথভাবে লোকদের ভাষায় ধর্ম, ধর্মীয় গান, প্রার্থনা ইত্যাদি শেখাতে তৎপর হয়েছিল। সময় ও স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বিকেল বা রাত, উঠান বা বাড়ির বারান্দা এবং গাছের তলা (দিনের বেলায়)। পাটিতে বসে ধর্ম ও ধর্মীয় গান এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শেখাতেন। মিশনারীরা হাতে-নাতে, হাতের আকার ইঙ্গিতে, বিশেষভাবে, ক্রুশ চিহ্ন ও গান সুরে-সুরে শেখাতেন। এক সময় দেখা গেল, মিশনারী পুরোহিত-সিস্টারগণ আদিবাসী লোকদের ভাষা রপ্ত করে স্বতস্ফূর্তভাবে কথা বলতে প্রায়ই সক্ষম হয়েছিলেন এবং লোকদের যেকোন জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা শেখাতে গতি পেয়েছিলেন। ভাষার জন্য তাদের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিলেন, একে-অপরকে আপন ভাবতে পেরেছিল এবং মিশনারী কাজও এগিয়ে গিয়েছিল।

মিশনারীরা ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রামের বয়স্ক লোকদের মিশনে এনে তাদের ভাষায় ধর্মশিক্ষা দিতেন। তারা শুধু কথা দিয়ে নয়, বই (বিশেষভাবে বাংলা বই) দেখিয়ে, লোকদের প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ এ্যাকশন (*কখন ক্রুশ চিহ্ন করতে হবে, দাঁড়াতে হবে, হাঁটু গাড়তে হবে কেন ইত্যাদি*) করে শেখাতেন। মিশনারী পুরোহিত ও প্রচারক নারী-পুরুষ, সকলকে সান্তালী-উরাও ভাষায় বাইবেলের অনেক ঘটনা গল্প দিয়ে শেখাতেন। যিশুর ক্রুশ মুর্তি দেখিয়ে, তাঁর যাতনাভোগের কষ্টময় ঘটনা বলতেন। মিশন কেন্দ্রে আমি দেখছি, লোকেরা অবাক চোখে ক্রুশের দিকে তাকিয়ে থাকত। ধর্মশিক্ষার শেষে পুরোহিত বা সিস্টার লোকদের যিশুর ছবি বা ক্রুশমুর্তি দেয়ার আগে প্রার্থনা বলে, ফুঁ দিয়ে লোকদের হাতে দিতেন। রোজারীমালাও ঠিক ওভাবে লোকদের হাতে দিতেন। মজার বিষয় হল, লোকেরা বাড়ি যাওয়ার সময় রোজারীমালা গলায় ঝুলিয়ে চলে যেতেন। সিস্টারগণ ছোটদের ধর্মশিক্ষা দিতেন মাটির স্কুলের বারান্দায়। তারা ছোটদেরও ধর্মীয় ছবি দেখিয়ে ধর্মশিক্ষা দিতেন।

খ) গ্রেগরীয়ান সুর : বাণীপ্রচারের কৌশল-পদ্ধতি হিসেবে গ্রেগরীয়ান সুর বেছে নিয়েছিলেন। বিশ্বাস করেছিলেন এর সাহায্যে লোকদের বিশ্বাস বাড়ানো সফল হবে। গ্রামে-গঞ্জে চলাফেরা ও আলাপচারিতায় জেনেছিলেন, আদিবাসীরা নিজের ভাষায় গান-বাজনা, নাচানাচি প্রিয়, তাই ঠিক করেছিলেন, এই সুর হবে বাণীপ্রচার, প্রার্থনা ও গান শেখানোর উত্তম মাধ্যম। যেই চিন্তা সেই পদক্ষেপ, প্রচারক-মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান বাস্তবায়ন করেছিলেন। এখানো গ্রেগরীয়ান সুরে সান্তাল ও উরাওদের প্রার্থনাগুলো গির্জায় চর্চা করা হয়। অনেক গান রয়েছে, যার সুর গ্রেগরীয়ান, ওই সুরেই গান গাওয়া হয়। তবে বর্তমান প্রজন্ম সব কিছু শর্টকাট পছন্দ করে বলে, প্রার্থনা ও গান থেকে গ্রেগরীয়ান সুর হারিয়ে যেতে বসেছে। বাংলা গানেও গ্রেগরীয়ান সুর আছে। তবে সান্তালী, উরাও

ও বাংলা গানে নিজস্ব সুরও ব্যবহার করা হয়েছিল।

গ) প্রচারকদের মাসিক ক্যাটেকিজম: ঐ সময় যাদের গ্রামে উপাসনা পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিল, তাদের বলা হত প্রচারক মাস্টার, এখন তাদেরকে বলা হয় প্রার্থনা পরিচালক। ধর্মপল্লীতে বিভিন্ন গ্রামের প্রচারক মাস্টারগণ, আগের দিন সন্ধ্যায় মিশনে আসতেন। আগের রাতে তাদের বাইবেল, গির্জার গান, বাইবেল গল্প, সংস্কার, মাণ্ডলীক প্রার্থনা, রোজারীমালা এবং উপাসনা পরিচালনা পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হত। প্রচারক, মাস্টারগণ, সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন বলে, পুরোহিতগণ শিক্ষা দিতেন প্র্যাক্টিকেল পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিগত শিক্ষা ধরে প্রচারক বা মাস্টারগণ, গ্রামে প্রার্থনা পরিচালনা করে আকৃষ্ট করেছিলেন ফলে অনেক খ্রিস্টভক্ত ও খ্রিস্টান গ্রামের সংখ্যা বেড়েছিল। মিশনারীরা প্রচারকদের প্রচেষ্টার ক্রমান্বয়ে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ধর্মসম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল, সুবিধাজনক স্থানে ধর্মপল্লী স্থাপন করেছিলেন।

প্রচারকগণ স্বল্পধর্মজ্ঞান নিয়ে অ-খ্রিস্টান ভাইবোনদের পবিত্র বাইবেল, ধর্মীয় গান, ও প্রার্থনা শিখিয়েতেন। তাদের ধর্মশিক্ষা প্রদানে দুর্দান্ত সাহসের ফলে গ্রামে ধর্ম আগ্রহী লোকদের পুরোহিতগণ দীক্ষাস্নান দিতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে, পুরোহিত, সিস্টার ও প্রচারকগণের ধৈর্যব্রত জনসংযোগের ফলে' ধর্মভক্তদের খ্রিস্টবিশ্বাস বেড়ে চলেছিলেন। এভাবে দিন-দিন বিশ্বাসী ভাই-বোনদের সংখ্যাও বেড়ে উঠছিল।

ঘ) সঙ্গীত রচনায় মিশনারীদের অনুপ্রেরণা: মিশনারীদের প্রৈরিতিক কার্যসাধনের একটি সময়োপযোগী চিন্তা এসেছিল, তা হল গান/সঙ্গীত দ্বারা যিশুকে প্রচার করা। স্বল্পশিক্ষিত প্রচারক-মাস্টারদের হাতে দায়িত্বটি অর্পণ করা হয়েছিল স্ব-ভাষায় ধর্মীয়-গান লেখার। জানা গেছে, প্রচারক মাস্টারগণ সাধ্যমত নিজ-নিজ ভাষায় গান লিখেছিল। ওই গানে গ্রেগরীয়ান ও স্থানীয় সুরারোপ করে যিশুর বাণী, আলৌকিক কাহিনী এবং বিভিন্ন উপমা প্রকাশ করা যাবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। যেই চিন্তা, ওমনি কর্মপন্থা ধরে এগিয়ে গেলেন বাস্তয়ানের পথে। ওই গানগুলোতে মিশনারী পুরোহিতগণ গ্রেগরীয়ান সুরারোপ করেছিলেন, অনেকগুলো গান প্রচারক-মাস্টারগণ স্থানীয় সুরারোপ করেছিলেন। গ্রামে-গ্রামে গান শেখার আসর বসত, দিনে গাছের তলায়, রাতে বাড়ির উঠানে। ওই সব গানের সুর ও কথা শুনে বহু ভাই-বোন যিশুকে নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, আর মিশনারীগণ দীক্ষা দিতে সময় নিলেন না। এ যুগোপযোগী মাধ্যমের জন্যে মিশনারী ও প্রচারকগণ গ্রামে-গঞ্জে বাণীপ্রচার কাজে গতি দিতে পেরেছিলেন।

ঙ) বিরতিহীন বাণীপ্রচার: তখন গ্রামে-গঞ্জে মিশনারী (পুরোহিত-সিস্টার) এবং প্রচারকদের বাণীপ্রচার ছিল বিরতিহীন। প্রচারকাজে ঋতু বেছে নিতে হত না, বরং তারা ব্যস্ত থাকতো কিভাবে লোকদের কাছে যিশু ও তার বাণী পৌছানো যায়, মিশনকর্ম সফল করা যায়। বাণীপ্রচার কাজে যাওয়ার সময় তারা প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধপত্রও নিয়ে যেতেন। তবে মিশনারীদের মূল লক্ষ্য ছিল খ্রিস্ট ও তাঁর বাণীতে মানুষকে বিশ্বস্ত করা, দীক্ষা দেওয়া। যখন কোন গ্রামের লোকদের আমন্ত্রণ পেতেন, তড়িৎগতিতে যেতেন, থাকতেন তাদের মধ্যে যে কয়দিন থাকা প্রয়োজন। কাজের সফলতা প্রসার ও স্থায়ীত্ব দেয়ার জন্য গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, কোন ঋতুতে তাদের উদ্যমতা সীমিত রাখেননি। প্রচুর পরিশ্রমের পর বিশ্রামের স্থান ছিল কেন্দ্র নামক স্থান, যেটি ছিল মাটির ঘর, খেড়ের বেড়া ও খড়ের ছাওনির তৈরি। সন্ধ্যা ও রাতে কপি বা হারিকেন জ্বালিয়ে যাজকীয় ও ব্রতীয় প্রার্থনা সেরে নিতেন, পবিত্র বাইবেল পাঠ করতেন। সব কষ্ট মেনে আনন্দ পেতেন, কারণ লোকেরা তাদের গ্রহণ করছে, খ্রিস্টকে গ্রহণ করছে।

চ) স্থানীয় ভাষায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ: আদিবাসীদের মধ্যে বাংলা ভাষায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গে, লোকদের বিশ্বাস বাড়ছে না দেখে, মিশনারীগণ আদিবাসী ভাষায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু দেখেছিলেন লোকদের খ্রিস্টপ্রসাদে খ্রিস্ট উপস্থিত আছেন, এটাতে বিশ্বাস করাতে কষ্ট হয়েছিল, কারণ এই লোকেরা বিভিন্ন দেব-দেবী পূজা ও পূজা-মণ্ডপে প্রসাদ গ্রহণ করত। তাই সনাতন বিশ্বাসের প্রসাদ ছেড়ে খ্রিস্টবিশ্বাসে আসা ও খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করান কঠিন ছিল। মিশনারীগণ হাল ছাড়েননি, খ্রিস্টবিশ্বাসে আনার জন্য বিরামহীন খ্রিস্টীয় শিক্ষা চালিয়ে নিয়েছিলেন। খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার দিনের পর দিন শেখাতে হয়েছিল। ধীরে-ধীরে লোকদের খ্রিস্টযাগের প্রতি আস্থাশীল করাতে পেরেছিলেন। তারপরেও সনাতন বিশ্বাসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতো। এক সময় মিশনারীরা লোকদের কঠোর ভাষায় বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, সনাতন ধর্মের দেব-দেবী দর্শন এবং পূজাতে অংশ নেয়া হলে পাপ হবে, কারণ এখন তারা খ্রিস্টকে গ্রহণ করেছেন, তিনিই তাদের আত্মার দেবতা-আত্মা। এরপরেও অতীত পূজাকর্মে লোকেরা অংশ নিত। এই কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য লোকদের ভাষায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গে মগ্ন ছিলেন।

২। গ্রামে, গ্রাম্যবাসী হওয়া

মিশনারী পুরোহিত ও সিস্টারদের যিশুকে প্রচারের সমাজমুখি আচরণ ছিল খুবই সক্রিয়। সেই জন্য গ্রাম্য জীবনের কোন কঠিন সমস্যা, সমস্যাই মনে হত না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে কয়েক দশক জুড়ে বরেন্দ্র ও উত্তরাঞ্চলে গরু বা মহিষ গাড়ী ছাড়া, গ্রামে যাওয়ার যান্ত্রিক বাহন ছিল না, দিবা-রাত্রি রাস্তায় হাঁটা-চলা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। এ অবস্থায় পুরোহিত, সহকর্মী ও প্রচারককে সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে জিনিসপত্র বেঁধে কিংবা গরু বা মহিষের গাড়ীতে করে গ্রামে যেতেন। ঐ গাড়ী নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম যেতেন, থাকতেন দু-এক সপ্তাহ। পুরোহিতের বাহক থাকতেন, তিনি পথ প্রদর্শক ও লোকদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেয়ার মাধ্যম ছিলেন। সিস্টারের সঙ্গেও একজন সার্বক্ষণিক সাথী থাকত। সিস্টারও সহকর্মী নিয়ে গরুর গাড়ী করে গ্রামে যেতেন। পুরোহিত-সিস্টার গ্রামের কাছাকাছি পৌছে গেলে লোকেরা তাদের অভ্যর্থনা করে গির্জায় বা নির্ধারিত বাড়িতে মফস্বল জিনিসগুলো সযত্নে রেখে দিয়ে সামাজিকতা সারিয়ে নিয়ে বাড়ীর বারান্দয় আসন পেতে বসতে দিত। ধূলোর রাস্তা, ব্যাগ ও শরীরের কোন মূল চেহেরা ছিল না। প্রতিটি গ্রামে দু-একদিন করে অবস্থান করতেন। লোকেরা যে ঘরে থাকতে দিতেন, মিশনারীরা সে ঘরেই দুই-তিনদিন আনন্দে থাকতেন। গ্রামে অবস্থানকালীন সময়ে লোকদের বয়স ধরে ধর্মশিক্ষা দিতেন। এ কাজে প্রচারক-মাস্টার, পুরোহিত ও সিস্টারকে সহায়তা দিতেন। গ্রামে তাদের থাকা ও খাওয়ার সমস্যা হলেও কোন আপত্তি ছিল না, বরং বিশ্বাস করতেন, যে যিশুও এর থেকে অনেক বেশি কষ্ট করেছিলেন, তাহলে এই সামান্য কষ্ট কি সহনশীল নয়? প্রৈরিতিক কর্মযজ্ঞ সম্পাদনে কষ্ট পেলেও বরং বাণী প্রচারক মিশনারীদের গ্রামে

প্রবেশের পর যে আনন্দ হতো, তা সত্যিই অবর্ণনীয়। তাদের সঙ্গে গ্রামের লোকেরাও ভীষণ আনন্দ পেত এবং নিজেদের ধন্য মনে করতো, এ কারণে যে, তাদের গ্রামে যিশু ও তাঁর যোগ্য শিষ্যরা এসেছেন।

মিশনারীদের প্রৈরিতিক কর্মক্রিয়া বিষয়টির সত্যিই বিশাল এবং স্মরণাতীতও বটে। দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চলে ঐ দশকে বা তার আগে মিশনারীগণ ঐশবাণী, যে প্রক্রিয়া ও বাস্তবতার ধারা প্রচার করেছিলেন, তা বর্ণনা করেও শেষ করার সম্ভব নয়। মণ্ডলী স্থাপন ও বিশ্বাস বিস্তার লাভে যুক্ত মিশনারীদের ইতিহাসসমৃদ্ধ প্রৈরিতিক কর্মক্রিয়া। তাদের প্রৈরিতিক কর্মকাণ্ড সাক্ষ্য দেয়, প্রৈরিতিক কাজের প্রচারপদ্ধতি ও কর্মপন্থা এবং স্থানীয় বিরোধীজোটদের কঠোর অবজ্ঞাকে সাহসে মোকাবেলা করা ও উদ্যামতায় এগিয়ে চলা এবং মানুষের জীবনবোধে ধর্মজীবন প্রতিষ্ঠা করা তা মণ্ডলীর জন্মের গোড়াতে গ্রন্থিত হয়ে আছে। মিশনারীদের ঐকান্তিক উদারতা, মানুষ সম্পৃক্ত জীবন-যাপনের মধ্যদিয়ে লোকদের মধ্যে খ্রিস্টকে উপস্থিত করতে যেন শতভাগই সফল হয়েছিলেন। বিশেষভাবে, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে-আদিবাসী জনগোষ্ঠির মধ্যে খ্রিস্টবিশ্বাস আজ মজবুত হয়েছে, বোকা-বোকা জীবন থেকে সমৃদ্ধ জীবনে অবতরণ করছে। বর্তমান খ্রিস্টান লোকদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক উন্নতিতে মিশনারীদের ভূমিকা ও কঠিন পরিশ্রম দৃশ্যমান। তাদের জীবন গড়ে তোলা অভিজ্ঞতাকে বর্তমান যুগেও মণ্ডলী প্রৈরিতিক কর্মধারা সচল রেখে চললে, খ্রিস্টভক্তগণ অনেক বেশি মণ্ডলীসম্পৃক্ত ভক্ত-বন্ধু হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এতে মণ্ডলীতে অনেকেই খ্রিস্টকে গ্রহণ করবে এবং মণ্ডলীর সেবা করার জন্য নতুন-নতুন মিশনারী পুরোহিত, সিস্টার ও ব্রাদারদের জন্ম হবে। মণ্ডলীর প্রৈরিতিক কর্মযজ্ঞ উল্লেখযোগ্য হারে স্থায়ীত্ব পাবে এবং সমগ্র ধর্মপ্রদেশে খ্রিস্টভক্ত সমাজ গড়ে ওঠবে ॥

বাড়ি ভাড়া

পূর্ব রাজাবাজারে নভেম্বর মাস ২০২০ থেকে ২য় ও ৪র্থ তলা

২য় তলা: ১টি বেডরুম, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২টি বাথরুম, বারান্দাসহ ভাড়া হবে।

৪র্থ তলা: ২টি বেডরুম, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২টি বাথরুম, বারান্দাসহ ভাড়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা: প্রযত্নে যনিকা হাউজ ১৪৭/আই, পূর্ব রাজাবাজার তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

মোবা: ০১৭৫৪৪৫৯২৮৭, ০১৮১৮৩৩৫২৪৭

বিপ/১৭৭/২০

বাড়ি ভাড়া

পূর্ব রাজাবাজার ঢাকায় আগামী নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ হতে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হল।

যোগাযোগের ঠিকানা: লিলিয়ান কুটির ১৪৭/এম পূর্ব রাজাবাজার তেজগাঁও, ঢাকা

ফোন: ০২-৯১০৩১৮৬

বিপ/১৮০/২০

লেখা আহ্বান

তিকন ঝলক আন্তনী দেশাই এর যাজকীয় অভিষেক উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিক হবে। ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টবর্ষ এর শেষ সপ্তাহে উক্ত স্মরণিকায় প্রকাশের জন্য ছোট গল্প, কবিতা ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কীয় লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখার সাথে লেখকের চার রঙের পি.পি সাইজের এক কপি ছবি পাঠাতে হবে। এছাড়া স্মরণিকায় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ও ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা ছাপা হবে। এই মর্মে নিম্নে বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছার হার উল্লেখ করা হল:

বিষয়	বিবরণ	টাকার পরিমান
চার রঙের বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য	সম্মুখের কভারের ভিতর পৃষ্ঠা	২০,০০০
	পেছনের কভারের ভিতর পৃষ্ঠা	২০,০০০
	পেছনের কভারের পৃষ্ঠা	৩০,০০০
	ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০,০০০
	ভিতরের অর্ধেক পৃষ্ঠা	৬,০০০
চার রঙের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা প্রতিষ্ঠান / ব্যক্তিগত	ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০,০০০
	ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা	৬,০০০
	ভিতরের এক চতুর্থাংশ	৩,০০০

লেখা, বিজ্ঞাপন / শুভেচ্ছার সফট কপি ও হার্ড কপি পাল-পুরোহিতের বরাবর নিম্নোক্ত ই-মেইল এ ২১ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

পাল-পুরোহিত
ফাদার লিন্টু এক কস্তা
ই- মেইল: frlintu@gmail.com

বিপ/১৮২/২০

করোনা ও এক ঝাঁক চোর

সাগর কোড়াইয়া

পৃথিবীর এমন অবস্থা হবে ইমিউনিটাসফরাস গ্রহের বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটেলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি বুঝতে পারেনি। পৃথিবীকে নিয়ে ব্রাউনিলকেটেলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টির পাঁচশ বছরের গবেষণা কি বিফলে যাবে! গবেষণার বিষয় ছিলো পৃথিবীর মানুষ কেন মারা যায়! গবেষণা ছিল শেষ পর্যায়ে। সরকারি দপ্তরে গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার বাকি ছিল মাত্র। ইতোমধ্যে, বিভিন্ন জার্নালে পৃথিবীকে নিয়ে উনার গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। সমাদৃত হয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলে। ফলে পৃথিবীকে নিয়ে ইমিউনিটাসফরাস গ্রহের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে বহুলাংশে। কিন্তু পৃথিবীতে করোনা নামক ভাইরাসের কারণে মানুষের প্রতিদিন হাজারে-হাজারে মৃত্যু ব্রাউনিলকেটেলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টির গবেষণাকে উলট-পালট করে দিলো। করোনা নামক ভাইরাসে আক্রান্তও বহু মানুষ। মনে হচ্ছে গবেষণাটা আবার শুরু করতে হবে। করোনার আদ্যপ্রান্ত বের করে আনা জরুরী। ব্রাউনিলকেটেলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি এটাও খেয়াল করেছেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা করোনার প্রতিষেধক আবিষ্কারে অপারগ এখনো। যদিও কিছু ট্যাবলেট জাতীয় ঔষধ খাইয়ে কোনভাবে করোনাকে প্রতিরোধ করা হচ্ছে। তবু মৃত্যুহার কমানো যাচ্ছে না।

ব্রাউনিলকেটেলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টির মানুষের জন্য মায়া হচ্ছে। এভাবে পৃথিবী থেকে মানুষ নিশ্চিহ্ন হলে তাঁর পাঁচশ বছরের গবেষণা বিফলে যাবে। এটা হতে দেওয়া যায় না। মানুষকে বাঁচানোর জন্য কিছু একটা করা দরকার বলে ভাবলেন ব্রাউনিলকেটেলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি।

ব্রাউনিলকেটেলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টির ওর গ্রহের একজন সেরা বিজ্ঞানী। বিভিন্ন পর্যায় থেকে পুরস্কারও পেয়েছেন বহু। পুরস্কারগুলোর মধ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পনেরোটি গ্রহ রয়েছে। এই গ্রহের পুরস্কারের রীতি হচ্ছে বিশেষ অবদানের জন্য গ্রহ প্রদান। যদিও ইমিউনিটাসফরাস গ্রহের আশিভাগই বিজ্ঞানী। ব্রাউনিলকেটেলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি ব্যতীত আর মাত্র দুজন বিজ্ঞানী এই পুরুস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

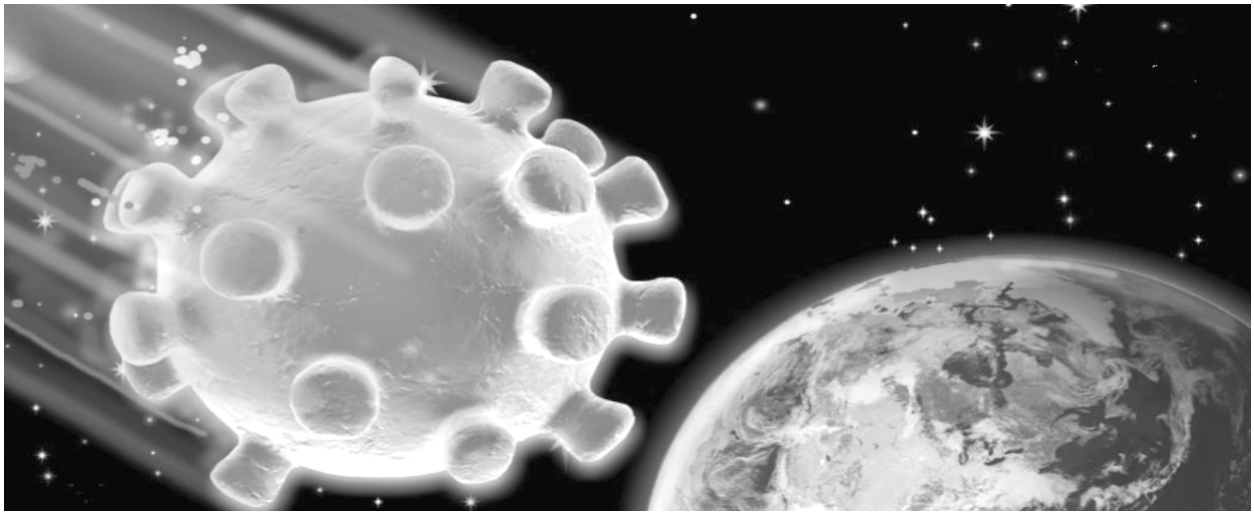

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইমিউনিটাসফরাস গ্রহের পাঁচশ সাংবাদিক কাজ করে। পৃথিবীর মানুষ তাদের দেখতে পায় না। তারা দেখতে এতটাই ছোট যে মানুষকে মাথা নিচু করে তবে তাদের দেখতে হবে। তাদের গঠন ছোট হলেও নামগুলোর আকৃতি বিশাল। নামে তাদের চেনা কঠিন; তবে তাদের প্রত্যেকের নামের সাথে যে সংখ্যা দেওয়া সেটার মধ্যদিয়েই একে-অপরের সাথে যোগাযোগ রাখে। পৃথিবীতে যেমন যার-যার মোবাইলের নম্বর আছে সেরকম। পৃথিবীর খবরা-খবর মুহূর্তে সাংবাদিকরা ইমিউনিটাসফরাস গ্রহে পাঠিয়ে দেয়। ইচ্ছা হলে দুই দিনের মধ্যে নিজ গ্রহ ইমিউনিটাসফরাসে চলেও যেতে পারে তারা। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি পেরিয়ে আরো প্রায় পাঁচ কোটি বায়ান্ন হাজার আলোকবর্ষ দূরে তাদের যান লুপিরাস সব সময় প্রস্তুত। আর পৃথিবীতে অদৃশ্য অবস্থায় আরেকটি যান থাকে যেটাতে চড়ে লুপিরাসে যেতে হয়। সাংবাদিকরা প্রতিনিয়ত তাদের গ্রহে ঘুরেও আসে। ইমিউনিটাসফরাসে জাতীয় কোন অনুষ্ঠান থাকলে দল বেঁধে চলে যায়। পৃথিবীতে স্থাপিত তাদের যন্ত্রগুলো কিন্তু তখন নিয়মিতই তথ্য পাঠাতে থাকে।

ব্রাউনিলকেটেলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি যখন পৃথিবীর সন্ধান পান ভেবেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ অনেক জ্ঞানী। কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গতে সময় লাগেনি। ব্রাউনিলকেটেলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি খেয়াল করেছেন পৃথিবীর এক দেশ আরেক দেশকে জব্দ করার জন্য ভয়বাহ অস্ত্র তৈরী করে। নিজেরাই নিজেদের গ্রহ বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে। এক সময় ব্রাউনিলকেটেলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি ইমিউনিটাসফরাস থেকে পৃথিবীটাকে সবুজ দেখতেন; কিন্তু দিনে-দিনে পৃথিবীর রং হয়ে যাচ্ছে কালো। যেটা চিন্তার বিষয়। এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবী অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। ইমিউনিটাসফরাসের গ্রহবাসীরাই বরং মানুষের চেয়ে হাজার গুণ বুদ্ধিমান। পৃথিবীর চেয়ে কয়েকশত গুণ বড় হওয়া সত্ত্বেও তাদের আলাদা-আলাদা পৃথিবীর মতো কোন দেশ নেই। সমগ্র গ্রহটাই একটি দেশ। নেই মরণাস্ত্র। মানুষের যে রকম মৃত্যু হয়; তাদের সে রকম মৃত্যু নেই বরং যে যত বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের কাজের ধরণ হিসাবে ইমিউনিটাসফরাসের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ দেওয়া হয়। আর কনিষ্ঠরা মহাবিশ্বের বিভিন্ন গ্রহে কাজ করে। মানুষ শুধুমাত্র চাঁদে গিয়েছে; মঙ্গলগ্রহে যাবার আপ্রাণ চেষ্টারত মাত্র। সেই দিক দিয়ে ইমিউনিটাসফরাস গ্রহবাসীরা মহাবিশ্বের অনেক গ্রহে পাড়ি জমিয়েছে। আবিষ্কৃত গ্রহগুলো যেন নিজের

বাড়ির মতো তাদের কাছে।

বেশ কয়েকবার গবেষণার কাজে পৃথিবীতে গিয়েছিলেন ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি। মানুষের মৃত্যুকে নিয়ে গবেষণার আগ্রহ বহু আগের। কিন্তু তেমন সময় করে উঠতে পারছিলেন না ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি। তিন হাজার বছরের গবেষণাকার্যের বেশিরভাগ সময় কেটেছে নিজেদের অধিকারে থাকা গ্রহগুলোকে নিয়ে।

বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি কিছুক্ষণ পূর্বে পৃথিবী থেকে একটি সংবাদ পেয়েছেন। সংবাদটি পৃথিবীর মানুষের জন্য আনন্দের। সাবান নামক বস্তু দিয়ে ঘন-ঘন হাত পরিষ্কার করলে এবং মাস্ক পড়লে তবে নাকি এ ভাইরাস থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকা যায়। বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি সাবান বস্তুটি কখনো দেখেননি।

পৃথিবীতে কর্মরত তাদের এক সাংবাদিককে করোনার নমুনা ও সাবান নামক বস্তুটি পাঠিয়ে দেবার সিগন্যাল দেন। মুহূর্তে সিগন্যাল অনুযায়ী সাবানের ছবি চলে আসে। আর সাবান আসতে সময় লাগে দুই দিন। বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি পৃথিবীতে দেখা অন্য একটি বস্তুর সাথে সাবানকে মিলিয়ে ফেলছেন।

বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টির নামটি মনে পড়েছে 'বাটার'- গবেষণার কাজে পৃথিবীতে গেলে মানুষকে তা খেতে দেখেছেন। মানুষকে বাটার খেতে দেখে নিজেরও খেতে ইচ্ছা হয়েছিলো। কিন্তু সম্ভব নয়। ইমিউনিটাসফরাস গ্রহবাসীরা পৃথিবীর মানুষের মতো খাবার খায় না। ইমিউনিটাসফরাস থেকে এক হাজার ট্রিলিয়ন দূরে অবস্থিত পিকটোমিলিসিয়াস নামক গ্রহে এক ধরণের সবুজ আভা পাওয়া যায়; ইমিউনিটাসফরাসের গ্রহবাসীদের জন্য তাই নিয়ে আসা হয়। আর সে সবুজ আভার সংস্পর্শে গেলে খাবারের কাজ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি দুই দিন ধরে সাংবাদিকদের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে করোনা নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণায় তিনি দেখতে পান যে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষই সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে নিয়ম পালন ও সচেতনতা জরুরী। দুই দিনের গবেষণায় তৈরি করেছেন প্রতিষেধক। এছাড়াও করোনার মতো ভাইরাস আর যাতে ভবিষ্যতে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্যও কয়েকটি পরিকল্পনার কথা ভেবেছেন।

ইমিউনিটাসফরাসের বিজ্ঞান পরিষদ সভায় একটু পর এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি বিজ্ঞান পরিষদে প্রবেশ করেছেন। ততক্ষণে বিভিন্ন গ্রহে কর্মরত বিজ্ঞানীরা এসে হাজির। পৃথিবীর করোনা ভাইরাস নিয়ে আলোচনা হবে। বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি নিজেই সভার সভাপতিত্ব করছেন। সব আলোচনার পর বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি করোনা প্রতিষেধক আবিষ্কার ও পৃথিবীকে নিয়ে তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন।

করোনা প্রতিষেধক যে পৃথিবীর জন্য মঙ্গলজনক এবং আনন্দের সবার আলোচনায় তাই প্রকাশ পায়। কিন্তু সমস্যা করোনার প্রতিষেধক মানুষের কাছে কিভাবে হস্তান্তর করা হবে! ইমিউনিটাসফরাস গ্রহবাসীদের সাথে মানুষের তো কোন লেনদেন নেই; এমনকি পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা ইমিউনিটাসফরাস গ্রহবাসীদের পৃথিবীতে অবস্থানের কোন খবরই জানে না। তাহলে উপায়!

মূহূর্তে পৃথিবীতে থাকা ইমিউনিটাসফরাসের সাংবাদিকদের সিগন্যাল পাঠানো হয়; কিভাবে মানুষের কাছে করোনা প্রতিষেধক পৌঁছে দেওয়া যাবে তা জানাতে। পৃথিবীতে থাকা পাঁচশ সাংবাদিক যে যেখানে ছিলো মুহূর্তে ভিডিও কনফারেন্সে বসে। শেষে সবাই একটি সিদ্ধান্তে আসে। পৃথিবীতে বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র আছে যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। করোনাভাইরাস কেবলমাত্র ছোবল মারা শুরু করেছে সেখানে। মানুষজন বেশ অতিথিপরায়ণ। বিদেশীদের দেখলে সহজেই গ্রহণ করে নেয়। তাই সাংবাদিকদের একজন মানুষের আকার ও বেশ-ভূষায় সেখানে যাবে। রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সাক্ষাতের পর করোনা প্রতিষেধক তুলে দিবে।

সাংবাদিকদের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টির পছন্দ হয় বেশ। ভিডিও কনফারেন্সে বাংলাদেশে কর্মরত ইমিউনিটাসফরাসের সাংবাদিককেই করোনা প্রতিষেধক পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দুই দিনের মধ্যে করোনা প্রতিষেধক পৃথিবীতে পৌঁছেও যায়।

ইমিউনিটাসফরাসের সাংবাদিক নির্দিষ্ট দিনে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সাক্ষাত করে প্রতিষেধকটি তুলে দেয়। সাংবাদিক আগেই রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সাক্ষাতকার অ্যাপয়েনমেন্ট করে রেখেছিল। তবে সাক্ষাৎকারের জন্য বেশ কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। নিজেকে বুয়েটের প্রাক্তন ছাত্র পরিচয় দিতে হয়েছিল। বুয়েটের পুরানো কাগজপত্রে নিজেকে তালিকাভুক্ত করে নেয়। পরিচয়ে বলা হয় যে, বর্তমানে ঔষধ নিয়ে তিনি শখের বশে গবেষণা করেন। রাষ্ট্রপ্রধানের আন্তরিকতা বেশ ভালো লাগলো সাংবাদিকের। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন কয়েকদিনের মধ্যে প্রতিষেধকটি প্রাথমিকভাবে প্রয়োগ করা হবে।

বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি ইমিউনিটাসফরাসে বসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সাংবাদিকের সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেন। খুশি হন রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিশ্রুতিতে। বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি নিজেকে মানুষের উপকারে লাগছে বলে সৌভাগ্যবান মনে করেন।

বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি নিজ গ্রহের কয়েকটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কয়েকদিন বাংলাদেশের খোঁজ নেবার সময় হয়ে ওঠেনি। সাংবাদিকরা যে তথ্য পাঠাচ্ছে, তাতে দেখতে পান বাংলাদেশে করোনার কারণে মানুষজন ঘরের বাহিরে বের হতে পারছে না। যারা হতদরিদ্র তাদের অবস্থা কষ্টকর। কাজ না থাকায় খাবার জুটছে না। রাষ্ট্রপ্রধান সবার জন্য খাদ্য সরবরাহ করছেন। তবে একটি খবর খুবই ব্যথিত করে বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টিকে। হতদরিদ্রদের জন্য বরাদ্দকৃত চাউল নামক বস্তুটি বণ্টনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নাকি চুরি করে নিচ্ছে। ধরাও পড়ছে ঝাঁকে-ঝাঁকে।

বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টি বাংলাদেশ থেকে করোনা প্রতিষেধকের ফলাফলের কোন খবর পাচ্ছেন না। এতদিনে তো সুসংবাদ আসার কথা। বাংলাদেশে কর্মরত সাংবাদিককে সিগন্যাল পাঠানোর একদিন পরই খবর আসে।

খবর পাবার পর বিজ্ঞানী ব্রাউনিলকেটলস ওয়ান থাউজেণ্ড টুয়েন্টির চক্ষুতো চড়কগাছ! বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান করোনা প্রতিষেধক প্রাথমিকভাবে একটি উপজেলায় পাঠান। কিন্তু দুঃখের বিষয় করোনা প্রতিষেধকটি সেখান থেকে চুরি হয়ে যায়!

স্বপ্নচারী

তন্দ্রা পিরিচ

আমি সবসময় ভাগ্যে বিশ্বাসী। যখন যে কাজই করেছি, সবসময় দেখেছি ভাগ্য সবসময় হয় আমার সহায় হয়েছে নয়তো মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। লেখালেখি করা আমার একটা শখ ছিল। কিন্তু একে যখনই পেশা বানাতে চেয়েছি, ভাগ্য সদা বিধিবাম। সবাই আমার লেখা পছন্দ করেছে, ভাল বলেছে। স্বপ্ন দেখিয়েছে যে তোমার হবে, লেগে থাক। আমিও স্বপ্ন দেখে আরো ভাল কিছু লেখার জন্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঐ যে বললাম, ভাগ্য এই বিষয়ে সবসময় মুখ ঘুরিয়ে রাখে। ওরা আমার গল্প নিয়ে তারপর হারিয়ে যায়। কিংবা অন্য নামকরা লেখকের ভিড়ে হারিয়ে যায়।

এই পর্যন্ত বলে নাকের সামনে থেকে শেমাটা ঠেলে পেছনে পাঠিয়ে দিল নয়নদি। তার চোখের স্বপ্নগুলো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমি। কোন এক সময় তার অনেক লেখা বের হতো। এখন সংসারের চাপে হয়তো আর তার মানের রং তুলিতে আঁকা ছবিগুলো সামনে আসে না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এখন কেন আর লিখছো না দিদি! তোমার গল্পগুলো কি গোগ্রাসে গিলতাম, এখনও মনে পড়ে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। তারপর বলতে লাগল- স্বপ্ন আসলে মানুষকে অনেক কিছু করতে সাহায্য করে। একসময় লিখতাম মনের স্পৃহা মেটাতে। এখন সেই স্পৃহা আর জাগে না। রাতের পর রাত জেগে লিখেছি অনেক। একটা গল্প পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে লিখতে পারলে খুশিতে ঘুমাতে পারতাম না জানো? এখন চারপাশের অসঙ্গতি দেখলেও তা নিয়ে আর কলম চলে না। সংসারের এত চাহিদা, কলম ধরার সময় কই?

জীবনে যা কিছু ভাল তার সাথে থাকতে ইচ্ছে করে। আজ সবার ঘরে-ঘরে সমস্যা। শুধু টাকা-পয়সা নয়, সবকিছুতেই সমস্যা। কেউ ভাল নেই, এটা ভেবেই মনের ভেতরে আকুপাকু করে। যদি পারতাম রূপকথার গল্পের মতো অথবা ইন্ডিয়ান বাংলা সিরিয়ালের মত অসাধ্য সাধন করতে। কিছু বিষয় বলতে আমার খুব ইচ্ছা করে, বলব কি না ভাবছি।

বলো না দিদি, তোমার সাথে গল্প করতে ভালই লাগছে।

আমার কি মনে হয় জানো? আমরা এখন টাকা ছাড়া মানুষ চিনি না। গুণের কদর তো হারিয়ে গেছে সেই কবে। কিন্তু আমাদের খ্রিস্টান জাতিটা ধীরে-ধীরে বদলে যাচ্ছে টাকার কাছে। যার অনেক টাকা আছে সে নাম-যশ কেনার জন্য কি না করছে। কিন্তু নিজের আত্মীয়পরিজন, প্রতিবেশি (যাদের সাথে তার অনেক সুখের স্মৃতি আছে, একসাথে পথ চলেছে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল) যারা অসহায়, দরিদ্র অবস্থায় আছে তাদের জন্য কিছু করতে তাদের কোথায় যেন আটকে যায়। তাদের মনে এখন অনেক কথা আসে ও এমন, ও তেমন। ভাই তোমাদের জন্যই একটা কথা বলতে ইচ্ছা করে। ঈশ্বর প্রভু সব সময় কারও না কারও মাধ্যমে সাহায্য করেন। (তিনি সরাসরি সাহায্য করতে পারেন না)। একদিন তোমাকেও কেউ কোন না কোনভাবে সাহায্য যদি না করতো তবে আজ তুমি অন্য একজনকে সাহায্য করার উপযুক্ত হতে না। আজ তুমি উপযুক্ত হয়েও যদি ঈশ্বরের ডাকে সাহায্য না কর, তোমার সেই অর্থ খুশি ব্যয় করতে তুমি বাধ্য হবে। কিন্তু সেই অর্থ তোমার ব্যয় হয়েই যাবে। তুমি না বুঝলে ঈশ্বরের ইচ্ছা, না করলে কারও উপকার।

এটা তো গেল একটা দিক। আরেকটা দিক আমাকে খুব ভাবায়। পিতা-মাতার পাপের কারণে সন্তানের জীবন অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যায়। রাজা দায়ূদ একবার তার এক সাধারণ সৈন্যের স্ত্রীর দিকে কুনজর ছিল। দায়ূদ তো শুধু রাজা ছিলেন না। একজন ভাববাদীও ছিলেন। ঈশ্বরের প্রেরিত লোক। কিন্তু তিনিও প্রলোভনে পড়লেন। এত রূপবতী নারীকে নিজের করে পারার জন্য তিনি যুদ্ধের প্রথম সারিতে সেই সাধারণ সৈন্যকে পাঠালেন এবং পাশের সৈন্যকে আদেশ দিলেন যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সেই সাধারণ সৈন্য যেন মারা যায় বা তাকে মেরে ফেলা হয়। আদেশ পালন হল এবং সৈন্যটি মারা গেল। রাজা দায়ূদ রূপবতী নারীকে আদেশ দিয়ে তার দাসী বানালেন। দায়ূদ যে পাপ করছে তাকে বলার সাধ্য তো আর কারো নেই। বেচারী স্ত্রীও অপরাগ। কিছু দিন পর সেই রূপবতী স্ত্রীর গর্ভে রাজা দায়ূদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিল। রাজা দায়ূদ সুখে কান্না করে দিলেন। এত সুখ তার, যা যা চেয়েছেন তাই তিনি পেয়েছেন। মনের মত স্ত্রী এবং পুত্র সন্তান। কিন্তু ঈশ্বর একদিন তাকে দেখা দিয়ে বললেন, তুমি পাপ করেছ। তোমার পাপের শাস্তিস্বরূপ তোমার উত্তরাধিকারী এই পুত্র সন্তানকে আমি তুলে নিচ্ছি। রাজা দায়ূদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু। আমার সন্তান তো কোন দোষ করেনি, তবে ওকে কেন? আমাকে তুলে নিন। ঈশ্বর মুচকি হাসলেন। তোমার শাস্তি এটাই যে তোমার পুত্রের জন্য আজীবন তুমি অনুশোচনা করবে, কিন্তু তাকে হারানোর জন্য তোমার পাপের কথা ভুলতে পারবে না।

গল্পটা শুনলে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়, তাই না? আজকাল সিস্টেম বলে আমরা মনের সুখে পাপ করে যাচ্ছি। বিবেক যদিও ঘন্টা দিয়ে বলছে এটা করা উচিত না, পাপ করছো তুমি। আমরা বিবেকের সাথেও অবহেলা করে চুপচাপ মুচকি হেসে পাপী হচ্ছি। পাপ কিন্তু বাপকেও ছাড়ে না। এই পাপের কথা কেউ না জানলেও শাস্তির কথা কিন্তু কারও অজানা থাকে না। কেউ সন্তান হারায় (জঙ্গী বা সুইসাইড অথবা খারাপ পথে চলে যাওয়ার কারণে) কেউ জীবনের অর্জিত সমস্ত অর্থ দিয়েও রোগমুক্তি লাভ করতে পারে না। কেউ হয়তো অন্যভাবেও শাস্তি পায়, সবার শাস্তি তো আর এক রকম হয় না।

এইসব ব্যাপারে আমার খুব হাহাকার লাগে। লিখতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কি এক অবহেলায় আমি কলমটা ধরতে পারি না। তুমি যদি আমার হয়ে একটু লিখে দাও, তোমার নিজের মতো করে, তবে খুব উপকার হয়।

আমি হাসলাম। চিন্তা করো না, দিদি। আমি লিখব। আমার মত করেই লিখব।

নয়নদিরা লেখা বন্ধ করতে পারে কিন্তু স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে না কখনই। এগুলো সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও ব্যক্তিগত ভাবাবেগ সম্পন্ন মনের কথা। একজনের চিন্তার মিল নাও হতে পারে। তবুও তোমাদের সুচিন্তিত মতামত প্রসারিত হোক। ঘুমন্ত স্বপ্নগুলো জেগে উঠুক বরাবর ॥

পৌরাণিক পর্তুগীজদের ঢাকা শহর

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুন রোজারিও

বাংলাদেশের রাজধানী অধুনা মেগাসিটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে প্রবাহমান, বয়ে চলছে হাজার বছর ধরে বুড়িগঙ্গা বা পদ্মার পুরানো পথ ধলেশ্বরী নদীর একটা শাখা। নদী সাভারের দক্ষিণে ধলেশ্বরীটি মিলেছে, নদীটির নাব্যতার জন্যই ঢাকা হয়ে ওঠেছে এ অঞ্চলের সভ্যতা ও ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। বাণিজ্যের জন্য শত-শত বছর ধরে আসা পারস্য দেশের বণিকগণ, আফগান লুটেরা, আসে ডাচ, ফরাসী ও সারা উপমহাদেশটি ছলে-বলে-কৌশলে দখল করে শাসন ও শোষণ করে ২০০ বছর যাবৎ ইংরেজ শাসকরা। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দুর্বার বিজয়ের মুকুট। মুঘলরা ভারত শাসন করে তিনশত বছর, ঢাকা ছিল তাদের প্রাশাসনিক প্রদেশ ইংরেজ আমলে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাকে নতুন একটি প্রদেশ গঠন করে-পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ, সে ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ৭ বছর।

১৫০০ খ্রিস্টাব্দে কাথলিকরা পর্তুগাল থেকে বাণিজ্য করতে ঢাকায় আসে, তাদের সাথে আসেন অগাস্টিনিয়ান ও জেজুইট ফাদারগণ, মঙ্গলবাণী প্রচার করে, খ্রিস্টধর্মে স্থানীয়দের দীক্ষা দিতে। ভারতে পর্তুগীজদের রাজত্ব ছিল গোয়া দখল ও দিল্লীতে। সেখানেই তাদের শক্তিশালী নৌবাহিনী মোতায়ন হয়েছিল। বাংলায় তাদের ঘাঁটি প্রথমে ছিল সাতগাঁয়ে পরে স্থানান্তরিত হয়েছিল হুগলীতে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার ইসলাম খাঁ বিহারের রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইসলাম খাঁর আমলে ঢাকা শহর সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। পর্তুগীজ বণিকরা ও জলদস্যুরা ঢাকা থেকে চাল, সূতী, মসলিন, রেশমের বস্ত্র, মসলা ইউরোপে চালান করত। পারস্যদেশে ও ইউরোপে বাংলার সূক্ষ্ম সোনালী মসলিন বস্ত্রের অনেক চাহিদা ছিল। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজরা ঢাকায় বসবাস শুরু করে। মুহম্মদ আলী ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা পরিদর্শন করে, পুস্তক লেখেন এবং পারস্য সাম্রাজ্যে গিয়ে তৃতীয় চা-সুফিকে হাঁসের ডিমের আকারে একটি নারকেল উপহার দেন। তার ভিতরে ছিল ঢাকার ৩৪০০ গজ মসলিন পাগড়ীর কাপড়। ঢাকা থেকে রেশম কাপড়, মসলা, মুক্তা ও স্বর্ণ ইউরোপে চালান দিত। সে সময় কৃতদাস প্রথা আইনত ছিল এবং পরাজিত বাংলার গ্রামবাসীদেরকে ভারতে বন্দি অবস্থায় বিক্রি করা হতো, এর সাথে তাদের প্রধান চাহিদা ছিল সুগন্ধ চন্দন কাঠ। ইউরোপ থেকে আসতো লোহার তৈরি অস্ত্র, মোম, তেল, লেবু, জাহাজ ও নানা ধরনের ফলফলাদি। পর্তুগীজরা প্রথমে মধু ও ফলের আচার বাংলায় চালু করে। পনির বানানো শুরু করে।

বাংলায় পর্তুগীজ জেজুইট ও আগস্টিনিয়ান পাদ্রীসমাজ প্রভু যিশু খ্রিস্টের আদেশক্রমে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। পর্তুগীজরা বাংলার সরল-সোজা মানুষকে ছলে-বলে-কৌশলে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়। রাজা ম্যানুয়েলের আদেশ ছিল বন্দুকের নালী দিয়েই আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে তাদের সভ্য জাতিতে রূপান্তর করা। অস্ত্রের ঝনঝনানীতে বাংলার সনাতনধর্মী জনগণকে নদীর জল ছিটিয়ে দীক্ষা দেওয়া হতো। পর্তুগীজ জলদস্যুরা বাংলার গ্রাম দখল করেই ক্ষান্ত হতো না, তারা অর্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য, গৃহপালিত পশু ও জনগোষ্ঠিদের বন্দি করে, শাল গাছের পর্তুগীজরা এমন কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতো যাতে কেউ আবার সমাজে ফিরে যেতে না পারে। ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের পর্তুগীজ জাহাজে, কালিকুট বন্দরে জলদস্যুদের জাহাজে বিক্রি করা হতো, শুধুমাত্র যুবক ও যুবতিদের চালান দেয়া হতো ইউরোপে, একজন যুবতীর মূল্য ছিল ২৫ রুপিজ। পর্তুগীজরা দেশবাসীর জন্য বাংলায় কোন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল স্থাপন করেনি, সমাজ গড়ার কথা ভাবেননি। এ দেশকে রোম ইউরোপীয় সভ্যতার অবদান ও দাম করেনি। অনেকে বলে থাকেন যে, সুপ্রাচীন এ দেশের খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস মৃত ইতিহাস, তবে বিষয়বস্তু যাই হোক, সত্যের সাক্ষী দিতে বেঁচে আছে সে ইতিহাস।

ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে ৩৪০০০ হাজার বর্গমাইল জুড়ে অবস্থিত পর্তুগাল। মানচিত্রে দেখা যায়, ইউরোপের সবচেয়ে ছোট ভূখণ্ড।

পর্তুগীজরা খুবই সাহসী ও কর্মঠ জাতি। নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল বলে বিশ্বকে জয় করার অদম্য ইচ্ছা তাদের ছিল। পর্তুগালের রাজপুত্র, ষষ্ঠ হেনরীর নেতৃত্বে ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার সিউটা দেশ দখল করে আফ্রিকার অনেক দেশ পরাস্ত করে, পর্তুগালের পতাকা উড়িয়ে দেয়। এ জয় ইউরোপীয়দের সর্বপ্রথম মহাদেশের বাইরে পদক্ষেপ ও ঔপনিবেশিক শক্তির সূচনা, এর পরপরই ডাচ্‌রা ঔপনিবেশিক ব্যক্তি হয়ে আফ্রিকার অনেক দেশ দখল করে। ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তির আবির্ভাব হয় পশ্চিম আফ্রিকায়।

পর্তুগীজ সাম্রাজ্য বাড়ানো ও পর্তূগালকে ধন-সম্পদে ধনী করার তীব্র ইচ্ছায় দৃঢ়চেতা হেনরী সারা বিশ্বে মঙ্গলবাণী ঘোষণার শপথ গ্রহণ করে। লিসবনে একটি নৌবিদ্যার শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। রাজপুত্রের বিশ্বাস ছিল যে, আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে দক্ষিণ পথে সাগর পাড়ি দিলেই ভারতবর্ষের ও চীনের অজানা সন্ধান পাওয়া যাবে। মহারাজ ম্যানুয়েল, সঠিক নির্দেশনার জন্য সুদক্ষ নাবিক ভাস্কো দা গামাকে জলপথ নির্ণয়ের জন্য যাত্রা শুরু করার আদেশ দেন। রাজা জানতেন যে, মুসলমান বণিকরা এডেম হয়ে ভারতের কালিকুটের বন্দর পর্যন্ত বাণিজ্য করতে পারত। পোপ মহোদয় ও রাজা ম্যানুয়েলের নির্দেশ ছিল যেন, মঙ্গলবার্তা ভারতে সুষ্ঠুভাবে প্রচার করা হয়। রাজা ২০০-৩০০ টনের বিরাট জাহাজের বহর তৈরি করেন। সুদক্ষ নাবিক উত্তরদিকে যাত্রা করে আগস্ট ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে কলিরুট বন্দরে নোঙ্গর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের সাথে যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল গামার সেই আবিষ্কারে।

ভারতের বন্দরে পর্তুগীজ জাহাজ ভেরার

সাথে-সাথে শত-শত ভারতবাসী ভীড় করল লালমুখো বিদেশীদের দেখতে। তারা মনে করল, ইস্ট দেবতা ভাবতে নতুন জীব পাঠিয়েছে। এই খবর মুঘল বাদশার কানে পৌঁছল, তিনি তাদের তলব করলেন।

বাদশা, দা গামাকে প্রশ্ন করলেন, কেন তিনি সাত-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এ ভারতবর্ষে আগমন করেছেন। সুচতুর গামা কুর্নিশ করে অনেক ইউরোপীয় বন্দুক, পিস্তল, সুগন্ধী ও রেশমের কাপড় রাজার পায়ে ঢেলে দিয়ে, শুধু খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে, ভারতীয়দের সভ্য করে, ভারতের সাথে ইউরোপের ব্যবসা ও বাণিজ্য স্থাপনের কথা ব্যক্ত করলেন। মুঘল বাদশা প্রীত হলেন। বাণিজ্যের অনুমতি দিলেন এবং গির্জা নির্মাণের অনুমতি দিলেন। ফেরার পথে ভাস্কো দা গামা এক জাহাজ ভর্তি সমুদ্রতটের বালু নিয়ে, মসলা, মুক্তা ও ময়ুর পাখি নিয়ে গেলেন। তিনি এরই মধ্যে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, ভারতের মাটিতে শুধু সোনা ফলে না, স্বয়ং মাটি ও বালুকণা ভর্তি সোনা রয়েছে।

রাজা ম্যানুয়েলকে সব খুলে বললেন, দা গামা ভারতবর্ষ মুসলিম শাসিত দেশ জনসংখ্যা অনেক, মুঘল বাদশার রাজধানীতে ৬০,০০০ সৈন্য, ৪০০ হাতি ও ৫ হাজার যুদ্ধের ঘোড়া রয়েছে, মুঘলরা কামান দাগাতে পারে। ঢাকায় সুন্দর মসলিন বস্ত্র বিক্রি হয় ২৬ মিলিং এ কিন্তু ইউরোপে তার মূল্য ১০০ ক্রুসাডো। প্রতি ঘরে, পরিবারে স্বর্ণ, পিতল, তামা, রৌপ্য রয়েছে। স্বর্ণ যৌতুক ছাড়া কোন মেয়ের বিবাহ হয় না।

এরপরের অভিযানে ভাস্কো দা গামা বখ্তিয়ার খিল্জির বংশধর সৈয়দ হাসান সাহেবের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ অঞ্চল সে সময় ছিল উন্নত ও বিত্তশালী দেশ। বাংলাকে বলা হতো "ভারত-স্বর্গ বাংলা"। দেশটিতে ছিল বহু রাজা-রাণীর রাজত্ব। তারা ছোট-ছোট রাজ্য দখল করে তাদের পছন্দমত রাজধানী গঠন করতেন। বাংলার আধিবাসী ৮৫ শতাংশ ছিল হিন্দু। এই সোনার বাংলার নাম ছিল গৌড়, খ্রিস্টপূর্ব ৬ শতাব্দী থেকেই এ অঞ্চল ছিল সমৃদ্ধশালী ও ধনী দেশ।

১৫৫৭ সালে মুঘলরা দাউদ খানকে পরাজিত করে সমগ্র বাংলা দখল করে। মুঘলরা সভ্য ও মার্জিত ছিল। কামানের ব্যবহারে প্রথম বাদশা বাবর ভারতবর্ষের অধিকর্তা হতে পেরেছিলেন। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা লক্ষণ সেন, বাংলার শেষ বাঙালি হিন্দু রাজা ছিলেন। পর্তুগীজরা ভীত বাঙালিদের উচ্চারণের সুবিধার্থে বলত বাঙাঁল, বাঙাঁল বলতে সকল বাঙালিদেরই বোঝানো হতো। ঢাকা শহর মূলত ছিল মুঘল শহর। ইসলাম খাঁর আমলে পর্তুগীজ বণিকেরা ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সমৃদ্ধির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারত। গির্জা নির্মিত হয়, স্থানীয় খ্রিস্টভক্ত ও পর্তুগীজরা সাতগাঁয়ে, চট্টগ্রামের দিয়াং-এ ও ঢাকায় উপাসনা করত। সকলেই তখন ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে আর্মানিয়ান পবিত্র গির্জায় তা করতো।

মুঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পর্তুগীজদের দাপট বাড়তে থাকে, দুই বাদশাই পর্তুগীজ দরদী ছিলেন। অনুমতি পেয়ে পর্তুগীজ অগাস্টিনিয়ান ফাদারগণ পর্তুগীজ "ফ্যাক্ট্রি" তেজগাঁয়ে "পবিত্র জপমালা রাণীর" গির্জা নির্মাণ করেন ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে। এরপর নারিন্দায় পর্তুগীজ সৈন্যদের জন্য নির্মিত হয় স্বর্গোন্নীতা রাণীর গির্জা। ইসলামপুরে আমপট্টিতে নবাবদের ভারাটে পর্তুগীজ সৈন্যদের জন্য এবং বণিকদের জন্য ভক্তিরাণীর গির্জাটি নির্মিত হয়েছিল। পাল-পুরোহিতকে হত্যা করা হয়েছিল নারিন্দায়।

মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খাঁ পর্তুগীজ নৌবাহিনীর সহায়তায় চট্টগ্রাম অধিকার করে। এই জয়ে খুশী হয়ে পর্তুগীজদের বসবাসের জন্য চট্টগ্রাম, দিয়াং, জামালখাঁ, নারিন্দা, তেজগাঁও ও মিটফোর্ড এলাকায় পর্তুগীজরা ফ্যাক্টরি নির্মাণের জন্য জমি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। পর্তুগীজ ফ্যাক্টরিকে বোঝানো হয় বিশাল একটি দুর্গ, দুর্গের নীচতলায়, সেনানিবাস, তামাক ও চালের গুদাম, উপরে থাকত ফাদারগণ, উচ্চবিত্তের পর্তুগীজগণ। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গী বাজার ছিল বিশাল পর্তুগীজ ফ্যাক্টরি। এই ফ্যাক্টরিতে বসবাস করত উচ্চমানের পর্তুগীজ ও পাদ্রীগণ, তাকে বলা হতো কনভেন্ট। তেজগাঁয়ের প্রথম গির্জাটি একটি কনভেন্টের উপর স্থাপিত হয়েছিল। ঢাকা কলেজ, নদীর তীরে মিটফোর্ড হাসপাতালের স্থানে, ঢাকা কলেজের স্থানে, নবাববাড়ী সকলই ছিল পর্তুগীজদের ফ্যাক্টরী-কনভেন্ট, পর্তুগীজদের বড় দুর্গটি হচ্ছে বর্তমান সেন্ট্রাল জেল, আজও পুরানো দিনের ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। নদীর তীরে ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গার ঘাটে পর্তুগীজদের রণতরীর পোতাশ্রয় ছিল যা এখন মিশনারী অব চ্যারেটির শিশুভবন। আমপট্টি গির্জাটির ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতেই ধাবমান। ভাস্কো দা গামার অভূতপূর্ব নৌপথ আবিষ্কারে পূর্ব-পশ্চিম বিশ্বের যোগসূত্র তৈরি হয়। সকল ইউরোপীয়ের পরাশক্তি এই একই পথে, ভারতবর্ষকে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে, দমন নীতিতে, উপনিবেশ গঠন করে শত-শত বছর শাসন-শোষণ করতে সক্ষম হয়। খ্রিস্টধর্মও প্রচারিত হয়। দা গামার মহা আবিস্কারের পেছনে ছিলেন, পর্তুগালের রাণীমাতা ফিলিপার আশীর্বাদ। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর ও রাজা ম্যানুয়েলের ৫ পুত্রকে ৫টি তরবারি ও পাঁচটি বাইবেল হাতে তুলে দিয়ে হুকুম করেছিলেন, আফ্রিকায় ও এশিয়া মহাদেশে মঙ্গলবাণী প্রচার করার জন্য তরবারি হাতে তুলে দিয়ে আদেশ করেছিলেন, নিজের জীবন রক্ষার্থে ও পর্তুগালের মর্যাদা রক্ষার্থে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করতে। প্রাচীন সে ইতিহাস ধ্বংস হয়ে যায়নি; আরও প্রাণ পাচ্ছে, সেদিন স্লেভ পর্তুগীজ তলবারির অত্যাচার বাংলার ছোট্ট অংশ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, নাম, পদবী, সমাজ ব্যবস্থা বিসর্জন দিয়েছে, তাদের ধমনীতে সর্বদাই বাঙালির রক্ত প্রভাবিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে সেটা পাল্টায়নি তবে আজ বাংলার বাঙালি খ্রিস্টভক্ত সর্বদাই তারা বাঙালি।

"চট্টগ্রাম দেখুন, উচ্চ থেকে উচ্চতরের মাঝে
বাংলা প্রদেশ গর্বিত বহু সম্ভারে
সৌন্দর্যে ভরপুর ধন-দৌলতে উবুর
যেখানে নদী দক্ষিণ বন্দরে প্রবাহিত।"

- পর্তুগীজ কবি ক্যামোস

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পোপ ফ্রান্সিসের নতুন সর্বজননীন পত্র "Fratelli tutti/All brothers/ সকল ভাই-বোন" এর সার-সংক্ষেপ

(গত সংখ্যায় প্রকাশের পর)

গত ৩ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পোপ ফ্রান্সিসের ইতালির আসিসি শহরে সাধু ফ্রান্সিসের কবর পরিদর্শনকালে *"Fratelli tutti" (English: All brothers)* সকল ভাই-বোন" নামক সর্বজনীন পত্রটি স্বাক্ষরিত হয় এবং পরের দিন ৪ অক্টোবর আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্বদিনে তা প্রকাশিত হয়। পত্রটিতে ৮টি অধ্যায় রয়েছে; ৫-৮ অধ্যায় পর্যন্ত আজকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো:-

৫ম অধ্যায়: উন্নত রাজনীতি

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো 'রাজনীতির একটি উন্নত ধরণ'। যা সেবাদানের অন্যতম মূল্যবান একটি ধরণকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ রাজনীতি গণমঙ্গলের সেবায় নিয়োজিত এবং মানুষের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে আলাপ-আলোচনা ও সংলাপ করতে উন্মুক্ত থাকে। 'মানুষ' সম্পর্কিত বৈধ ধারণাকে উপেক্ষা করে, মানুষকে শোষণ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষার প্রতি আকর্ষণ এবং মানুষকে তার আত্ম সেবা ও স্বার্থপরতায় উদ্দীপিত করাসহ নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার জন্য যে মানসিকতা তা হলো জনবহুলতাবাদ। পোপ ফ্রান্সিস এই তথাকথিত জনবহুলবাদের বিরুদ্ধতা নির্দেশ করেন। কিন্তু উন্নত রাজনীতি হলো তেমন যা সামাজিক জীবনের একটি অপরিহার্য দিক 'কাজকে' রক্ষা করে। পোপ মহোদয় ব্যাখা করেন যে, শুধুমাত্র অভাবী ও নিরীহ মনোভাব ধারণ বা প্রদান করাই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সেরা কৌশল বা উদ্দেশ্য নয় কিন্তু দরিদ্রদেরকে সংহতি ও বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিতে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করা। তদুপরি, রাজনীতির কাজ হলো সকল মৌলিক মানবিক অধিকারগুলো, যা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত, যেমন;- সামাজিকভাবে বর্জন, মানবদেহের বিভিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, টিস্যু, অস্ত্র এবং মাদকদ্রব্য; যৌন নিপীড়ন, সন্ত্রাসবাদ এবং পরিকল্পিত অপরাধ-সেগুলোর একটি সমাধান বের করা।

'মানব পাচার'- মানবতার জন্য যা একটি লজ্জার উৎস এবং 'ক্ষুধা'- যা একটি অপরাধ, কেননা খাদ্য পাওয়া একটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার; এগুলো দূর করার জন্য পোপ মহোদয় সুনির্দিষ্টভাবে জোরালো আবেদন করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, মানবমর্যাদা কেন্দ্রিক রাজনীতি আমাদের প্রয়োজন। অর্থনীতি বা বাজারনীতি কেন্দ্রিক রাজনীতি আমাদের দরকার নেই। কেননা বাজারনীতি আমাদের প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আর্থিক ভাবনা-চিন্তায় যা সর্বনাশ বা ধ্বংস

হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে। অত্রএব, বিশেষ প্রাসঙ্গিকতার উপর ভিত্তি করেই জনপ্রিয় আন্দোলনগুলো হয়েছে; সেই প্রাসঙ্গিকতাগুলো সত্য বলে 'নৈতিক শক্তির প্রবাহ' হিসেবে বৃহত্তর সমন্বয় নিয়ে সমাজে অবশ্যই সংযুক্ত থাকবে। এভাবে এমন একটি নীতি তৈরি হবে যা নীতির উর্ধ্বে ওঠে দরিদ্রদের সাথে ও মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। পোপ মহোদয় সকল ভাই-বোন নামক সর্বজনীন পত্রে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, অর্থনৈতিক দিকের প্রাধান্যের দিকে না ঝুঁকে গণমঙ্গল, দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানবাধিকার সুরক্ষা করার কাজটিকে গুরুত্ব দিয়ে জাতিসংঘ নতুনভাবে জাতিগণের পরিবার হয়ে ওঠবে। জাতিসংঘ শক্তির আইনে নয় কিন্তু আইনের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ জোর দিবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়: সংলাপ ও বন্ধুত্ব

সমাজে সংলাপ ও বন্ধুত্ব হলো ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূলকথা। যা থেকে পরবর্তীতে জীবনের ধারণা বেরিয়ে আসে 'সাক্ষাতের আর্ট' হিসেবে সকলের সঙ্গে, এমনকি বিশ্বের প্রত্যন্তপ্রান্তের এবং আদি মানুষের সাথে, কারণ 'আমরা প্রত্যেকজন একজন আরেকজনের কাছ থেকে শিখতে পারি। কেউই অকেজো ও শুধুমাত্র ব্যয়যোগ্য নয়। পোপ মহোদয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন যে, দয়ার সেই অলৌকিক কাজ পুনরুদ্ধার করা দরকার কেননা তা 'অন্ধকারের জ্বলন্ত তারার ন্যায় উজ্জ্বল' এবং 'আমাদেরকে নিষ্ঠুরতা..উদ্বেগ.. কাজের উগ্র উদ্দীপনাকে জয় করতে সমসাময়িককালেও সহায়তা করে।

৭ম অধ্যায়: পুনর্নবীকরণের মুখোমুখি

শান্তির বৃদ্ধি ও মূল্য দিয়ে আলোচনা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। 'পুনর্নবীকরণের পথগুলোর মুখোমুখি' বলতে গিয়ে শান্তি যে সত্য, ন্যায্যতা ও দয়ার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত সে বিষয়ের উপর পোপ মহোদয় জোর দিয়েছেন। প্রতিহিংসা থেকে দূরে থেকে অন্যের সেবা এবং পুনর্মিলন ও পারস্পরিক বিকাশের সাধনায় সক্রিয় হয়ে সমাজ গড়ে তুলতে নিমগ্ন হতে হবে। তাই, শান্তি হলো এমন একটি শিল্প, যা প্রত্যেককে জড়িত করে শ্রদ্ধাতে এবং প্রত্যেকে অবশ্যই যার-যার দায়িত্ব অবিরত নিষ্ঠার সাথে করবে। একইভাবে ক্ষমা ও শান্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোন ব্যতিক্রম না করে আমরা অবশ্যই সকলকে ভালবাসবো সর্বজনীন এই পত্রে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। ন্যায়যুদ্ধ এবং মৃত্যুদণ্ড বিষয়গুলো নিয়েও এ অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে।

৮ম অধ্যায়: ধর্ম ও ভ্রাতৃত্ব

এই পৃথিবীতে ধর্ম ভ্রাতৃত্বের সেবায় থাকবে এ বিষয়টি এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ ধর্মের কারণে নয়, কিন্তু ভুলভাবে ধর্মীয় বাণীর ব্যাখাদানের কারণে তা সংগঠিত হয়। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের নামে আন্তধর্মীয় সংলাপ চালিয়ে যেতে পোপ মহোদয় সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। ■

ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

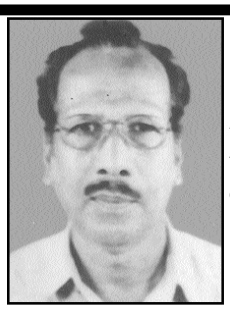

প্রয়াত প্রভাত জেম্‌স গমেজ
জন্ম : ৭ আগস্ট, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২২ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : জয়রামবের, পো:অ: রাঙ্গামাটিয়া,
থানা : কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

"তুমি দিয়েছিলে, তুমিই নিয়েছ প্রভু
ধন্য তোমার নাম
তোমার পৃথিবী, তোমারি স্বর্গ
পুণ্য সকল ধাম"

বাবা,

দেখতে-দেখতে ছয়টি বছর পার হয়ে গেল আমাদের ছেড়ে তুমি চলে গেছ স্বর্গীয় পিতার কাছে। বাবা, আমরা তোমাকে ভুলিনি আর ভুলতেও পারবো না কোনদিন। তোমার স্নেহ, ভালবাসা, তোমার শূন্যতা আমরা অনুভব করি সর্বদাই। বাবা, তোমার অভাব প্রতিটি ক্ষণে আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। প্রতিটি কাজে, প্রতিটি মুহূর্তে তোমাকে মনে পড়ে। আজ এই দিনে স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের বাবাকে চিরশান্তি ও শ্বাশত জীবন দান করেন। তুমি ছিলে অতি সৎ, নীতিবান, দয়ালু, অতিথিপরায়ণ, মিশুক এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী একজন মানুষ। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি, তুমি আছ পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চিরশান্তির ঐ স্বর্গধামে। বাবা, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ কর যেন আমরা খ্রিস্টীয় আদর্শে সঞ্জীবিত হয়ে সুখে, শান্তিতে ও সৎভাবে জীবন যাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
আমাদের মা : জ্যোৎস্না গমেজ
ছেলে ও ছেলে বউ : রকি- স্নিগ্ধা, রাজু-মৌসুমী ও সাজু-স্নিগ্ধা
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : রনিতা-প্রদীপ, লাভলী-প্রশান্ত ও কবিতা - লরেন্স
এবং আদরের নাতি-নাতনী ও আত্মীয়স্বজন।

বিপ/১৭৫/২০

বৃদ্ধ কাঠমিস্ত্রি

জনি জেমস মুরমু

একজন কাঠমিস্ত্রি অনেক বছর ধরে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছিলেন। শেষে বৃদ্ধ অবস্থায় অবসর গ্রহণ করার জন্য তিনি তার মালিককে গিয়ে জানালেন যে, তিনি এখন এই কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়ে তার পরিবার ও স্ত্রী-সন্তানদের সাথে জীবন কাটাতে চান। তার এত ভালো, বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ কর্মচারী কাজ ছেড়ে অবসরে যাবেন তা শুনে মালিকের মন অনেক খারাপ হল। কিন্তু তবুও তিনি তাকে অবসরে যেতে দিতে রাজী হলেন। তবে তার আগে তিনি তাকে মালিকের জন্য অন্য একটি বাড়ি তৈরি করে দিতে বললেন।

কর্মচারিটি মালিকের কথায় রাজী হলেন এবং তার জন্য অন্য একটি বাড়ি তৈরির কাজে লেগে পড়লেন। তবে কর্মচারিটির হৃদয় আগের মত ছিল না। তাই তিনি যেনতেনভাবে নিকৃষ্টমানের উপাদান ব্যবহার করে তাড়াতাড়ি নতুন একটি বাড়ি মালিকের জন্য তৈরি করে ফেললেন। এটিই ছিল তার তৈরি করা জীবনের শেষ বাড়ি। সবশেষে বাড়ির মালিক আসলেন এবং সারা বাড়ি ঘুরে দেখার পর যাবার আগে বাড়িটির চাবি কর্মচারিকে দিয়ে বললেন "এই বাড়িটা তোমার জন্যই তৈরি করতে চেয়েছিলাম। এটি আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য উপহার।" যদিও কর্মচারির জন্য এটি খুব আশ্চর্যজনক ছিল, তবু তিনি মনে খুব লজ্জা ও কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি এই ভাবতে লাগলেন যে, তিনি যদি জানতেন এই বাড়িটি নিজের জন্য তৈরি করছেন, তাহলে তিনি আলাদাভাবে ভালো উপাদান দিয়ে বাড়িটি আরো সুন্দর ও টেকসইভাবে তৈরি করতেন। কিন্তু এখন তাকে এই নড়বড়ে দ্রুত তৈরি করা বাড়িতেই সারাজীবন থাকতে হবে।

এই বৃদ্ধ কর্মচারিটির মত আমরাও আমাদের জীবনকে অনেক সময় খামখেয়ালীভাবে, অসতর্ক থেকে অপরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তুলি। আমরা যখন যাই করি না কেন তা যেন আমাদের সবথেকে ভালো বা সেরা জিনিস হয়। আজ আমাদের এই মনোভাব ও পছন্দ নিয়ে যে কাজ করছি, আগামীকাল হয়তো তা আমাদের জীবনের জন্য স্থায়ী হয়ে উঠবে। তাই আপনি আজ এখন যে কাজ করছেন বুদ্ধিমানের মত পরিকল্পিতভাবে তা করুন।

প্রশ্ন করে 'লাউদাতো সি': অভিন্ন-বসতবাটির হচ্ছেটা কী?

ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা

লাতিনে 'লাউদাতো সি' বাংলায় বলে '
'হোক তোমার প্রশংসা'
প্রকৃতি, ধরণীমাতার সার্বিক যত্নে দিচ্ছে
মোদের সঠিক-নির্দেশনা।
কোন-কিছুই আমাদের মনোযোগের
বাইরে নয়, জগতে যা কিছু সৃষ্টি
একই ভাবনাসূত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে,
সকলকেই সৃষ্টির প্রতি দিতে হবে সুদৃষ্টি।
সৃষ্টিকে গভীরভাবে যিনি ভালবাসতেন,
তিনি হলেন আসিসির সাধু ফ্রান্সিস
পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আবেদন,
সৃষ্টির প্রতি প্রেম জাগরিত হোক অহর্নিশ।
বায়ু-দূষণ, শব্দ-দূষণ, পানি-দূষণসহ
নানা দূষণে ধরিত্রী-মাতা আজ জর্জরিত
কত মানুষের লোভ-লালসা, বস্তুবাদী
মনোভাবে সুন্দর-প্রকৃতি অসহায় নির্যাতিত।
জলবায়ু হলো একটি গণমঙ্গলের বিষয়,
জলবায়ু পরিবর্তনের যত কারণ, মানব-অপকীর্তি
প্রকৃতির প্রতি মানুষের নানাবিধ
অত্যাচার, শোষণ-নির্যাতন আর
ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতি।
জলের অপর নাম জীবন, হয়েছে দুষণ
আর দিনে দিনে হচ্ছে জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি
মানব জীবনের মানপতন এবং সমাজের
ভাঙ্গন, হয়ে যাবে হয়তো মানব জীবনের সমাপ্তি।
বিশ্বব্যাপী অসমতা, অসম্পূর্ণ সাড়াদান
আর মতামতের বিভিন্নতার মাঝে কেমন
অভিন্ন-বসতবাটি গোটা মানব-জীবনে
হচ্ছেটা কী আর যাচ্ছিই বা কোথায় ?
চিন্তার বিষয়, কবে হবো মোরা মানুষ খাঁটি ॥

খঞ্জনপুর ধর্মপল্লীর সংবাদ

রিজেন্ট সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি

খঞ্জনপুর ধর্মপল্লীতে নির্জন ধ্যানসভা

গত ৩ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, সকাল ৯:৩০ মিনিটে খঞ্জনপুর 'মারীয়া আমাদের সহায় ধর্মপল্লীতে "নির্জন ধ্যানসভা" অনুষ্ঠিত হয়। সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি এর ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মূলসুর ছিল, "যুবদের ন্যায্যতা"। ফাদার বাপ্পি এনরিকো ক্রুজ মূল বিষয়ের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে কিভাবে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেই বিষয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর বক্তব্য রাখেন।

ধর্মপল্লীর প্যারিস কাউন্সিলের সদস্য ডেনিস তপ্ন উপস্থিত সকল যুবক-যুবতিদের খ্রিস্টীয় আদর্শে জীবন-যাপনের পরামর্শ প্রদান করেন। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার ক্রুজ, তাকে সহায়তা করেন ফাদার জোস পামপাডিল এসডিবি এবং ফাদার যোসেফ ফাম এসডিবি। খ্রিস্টযাগ শেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ফাম সকলকে ধন্যবাদ জানান। নির্জন সভায় আরো ছিল পাপস্বীকার ও পবিত্র আরাধ্য সংস্কার। এতে প্রায় ৬০জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। এরপর মধ্যাহ্নভোজের মধ্যদিয়ে ধ্যানসভার সমাপ্তি ঘটে ॥

নিত্তিপাড়ায় বৃক্ষরোপণ

গত ৪ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, 'মারীয়া আমাদের সহায়' ধর্মপল্লীর অধীনে নিত্তিপাড়া গ্রামে বৃক্ষরোপণ করা হয়। কাথলিক মণ্ডলীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধর্মপল্লীর গ্রামগুলোতে বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। শুরুতে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার যোসেফ ফাম এসডিবি। উপদেশে ফাদার ফাম এসডিবি পরিবেশ রক্ষার তাৎপর্য তুলে ধরেন। খ্রিস্টযাগ শেষে গ্রামের সকল খ্রিস্টভক্ত একসাথে গাছ লাগান। এ দিনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাদার সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি এবং খঞ্জনপুর কাথলিক যুব সংঘের সভাপতি শুভ মারাণ্ডী, সম্পাদক উল্লাস দাস এবং কোষাধ্যক্ষ লিপি হেম্ব্রম। শেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ফাম সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকা দিবস পালন

গত ৫ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ডন বস্কো স্কুল, খঞ্জনপুরে শিক্ষক-শিক্ষিকা দিবস পালন করা হয়। শুরুতে স্কুলের সহকারি পরিচালক সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পরে স্কুলের পরিচালক ফাদার জোস্ পামপাডিল শিক্ষকদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং ক্ষুদ্র উপহার তুলে দেন। পরে ফাদার পামপাডিল সালেসিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাধু ডন বস্কোর জীবন আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি কিভাবে ছেলে-মেয়েদের মাঝে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারে, সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। মধ্যাহ্নভোজের পর শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ঐতিহাসিক পাহাড়পুর এবং ডন বস্কো স্কুল ও লক্ষ্মীকুল প্যারিস, নঁওগা পরিদর্শনে যান। এরপর বিদ্যালয়ের সহকারি পরিচালক সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি সকলকে ধন্যবাদ জানান। উক্ত দিনে মোট ৪ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

সেন্ট খ্রীষ্টিনা ধর্মপল্লীতে বিশ্ব শরণার্থী ও অভিবাসন দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার ডেভিড গমেজঃ সেন্ট খ্রীষ্টিনা চার্চ, মোহাম্মদপুরে গত ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার, বিকেল ৫:১৫ মিনিটে বিশ্ব শরণার্থী ও অভিবাসন দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ধর্মপল্লীবাসীগণ ও ফাদার-সিস্টারদের অংশগ্রহণে এই দিবসটি কারিতাস বাংলাদেশ, ঢাকা অঞ্চলের সহযোগিতায় উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পালক-পুরোহিত ফাদার ডেভিড গমেজ সকলকে স্বাগত জানান এবং এই দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সেন্ট খ্রীষ্টিনা চার্চে ৪০০ শতাধিক পরিবারের মধ্যে ৩২০ এর অধিক পরিবার ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বাইরে থেকে আগত কিন্তু সকলে মিলেই আমাদের 'ধর্মপল্লী মিলন সমাজ'। কারিতাস বাংলাদেশের পক্ষ্য থেকে একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে অভিবাসীদের অবস্থা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয় এবং পোপ মহোদয়ের পত্রের আলোকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ৩০ মিনিট আলোচনার পর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। কারিতাস বাংলাদেশ ও মণ্ডলী, শরণার্থী এবং অভিবাসীদের জন্য সামগ্রিকভাবে কি করছে এবং খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমাদের করণীয় কি এ বিষয়ে খ্রিস্টযাগে উপদেশ প্রদান করা হয়। ধর্মপল্লীতে করোনাকালীন সময়ে পালকীয় পরিষদের সহায়তায় বিভিন্ন এনজিও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দরিদ্র, অসুস্থ ও বেকার খ্রিস্টভক্তদের বিশেষ করে অভিবাাসীদের জন্য যে সকল সাহায্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে করা হবে, সে সম্পর্কে সকলকে জানানো হয় এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। খ্রিস্টযাগে বিশেষ করে করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের জন্য এবং বিশ্বের সকল অভিবাসী ও শরণার্থীদের জন্য প্রার্থনা করা হয় ॥

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে ধর্মীয় দ্রব্যাদির আকর্ষণীয় সম্ভার।

✶ রেডিয়ামের বিশেষ রকমের মূর্তি ✶ পানপাত্র ✶ আকর্ষণীয় নতুন ক্রুশ ও রোজারিমালা

✶ এছাড়াও সাধু-সাধ্বীদের জীবনী বই এছাড়াও যা পাওয়া যাচ্ছে –

❒ খ্রিস্টযাগ রীতি ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ ❒ যুগে যুগে গল্প ❒ সমাজ ভাবনা

আপনাদের পরিবার খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় দ্রবাদি ব্যবহার করুন ও ধর্মীয় বই পড়ুন।

শিঘ্রই পাওয়া যাবে

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও প্রতিবেশী প্রকাশনী দৈনিক বাইবেল পাঠ (**বাইবেল ডায়েরী ২০২১ - BIBLE DIARY** - Daily Prayer Book) ভারত থেকে আমদানী করছে। তাই আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আজই অর্ডার দিন।

প্রতিবেশী প্রকাশনী প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আগামী **২০২১ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার ছাপার প্রস্তুতি নিচ্ছে।** আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনটি প্রতিবেশী প্রকাশনীর ক্যালেণ্ডারে প্রকাশের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

শেষ কভার (চার রঙ) বুক্ড	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫ E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 38
Regd. No. DA-33
❖ 18 - 24 October, 2020, ৩ - ৯ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

বারোমারী ফাতেমা রাণী মারীয়ার তীর্থ, ২০২০

মূলসুর: "দীক্ষিত ও প্রেরিত: মঙ্গলবাণীর সাক্ষ্যদানে ফাতেমার রাণী মা মারীয়া"।
স্থান: সাধু লিও'র কাথলিক গির্জা, বারোমারী, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।
তারিখ: ৩০ অক্টোবর (শুক্রবার), ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

শ্রদ্ধেয় খ্রিস্টভক্তগণ,

বারোমারী তীর্থ কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও যীশু না রাসং।
ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী বারোমারী ফাতেমা রাণীর তীর্থ আমাদের হৃদয়পটে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বিগত বছরগুলোতে বিশেষ ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে আমরা বারোমারী তীর্থ উদ্‌যাপন করে আসছি। কিন্তু বর্তমান বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস সংক্রমণের ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে মানবজাতি বিপদাপন্ন। কোভিড-১৯ এর কারণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ সর্বোপরি গোটা পৃথিবীতে এক বিভীষিকাময় অবস্থা বিরাজমান। তাই স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতার কথা বিবেচনা করে, এই বছর বারোমারী তীর্থ ভিন্নভাবে, বিশেষ ব্যবস্থায় উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের যাজকগণ, ব্রাদারগণ, সিস্টারগণ, সকল ধর্মপল্লীর যাজকগণসহ পালকীয় পরিষদের ১০ জন সদস্য ও তীর্থ কমিটির সদস্যদের নিয়ে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে আগামী ৩০ অক্টোবর (শুক্রবার), ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পালন করা হবে। আমরা জানি, আপনাদের সকলেরই বারোমারী ফাতেমা রাণীর তীর্থে স্বশরীরে অংশ নেয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা আছে যা আমাদের আয়োজনের অনুপ্রেরণা। তথাপি, বৈশ্বিক মহামারীর প্রেক্ষাপটে সকলের মঙ্গলার্থে গৃহীত এ বিশেষ সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে আপনাদের সকলের সহযোগিতা পাব বলে আমরা বিশ্বাস করি। এই বছর তীর্থের মূলসুর হিসেবে নেওয়া হয়েছে, "দীক্ষিত ও প্রেরিত: মঙ্গলবাণীর সাক্ষ্যদানে ফাতেমার রাণী মা মারীয়া"। আসুন, আমরা সকলে নিজ-নিজ অবস্থানে থেকে ফাতেমা রাণীর কাছে বিশেষ প্রার্থনা ও নভেনা করি যেন করুণাময়ী ফাতেমার রাণী মা মারীয়া আমাদের এই দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেন।

বারোমারী ফাতেমার রাণী মা মারীয়া আমাদের সকলকে আশিসদানে ধন্য করুন।

ধন্যবাদান্তে,
ফাদার মনিন্দ্র এম চিরান
পাল-পুরোহিত (সমন্বয়কারী)
বারোমারী ফাতেমার রাণী তীর্থ কমিটি।
বারোমারী, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।
মোবাইল নম্বর: ০১৯২৭৩৪৬০২১

বিশেষ প্রয়োজনে:
ফাদার তরুণ বনোয়ারী
সহকারী পাল-পুরোহিত
মোবাইল নম্বর: ০১৯১৬৪২৪৪৩৮

বারোমারী তীর্থের সময় সূচি:
৩০ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার
সকাল ৯:৩০ মি : জপমালা প্রার্থনা
সকাল ১১:৩০ মি : পবিত্র খ্রিস্টযাগ

(বি. দ্র: আপনাদের যদি কোন উদ্দেশ্য বা মানত থাকে তাহলে উপরোক্ত ঠিকানায়/মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে সবিনয় অনুরোধ জানানো হল।)

বিজ্ঞ/১৭৮/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**